মহম্মদ সিরাজুদ্দীন আবুজাফর বাহাদুর শাহ

মহম্মদ সিরাজুদ্দীন অবুজফর বহাদুর শাহ

প্রথম খণ্ড

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা

এস্. সি. আঢ্য এণ্ড কোং

৫৮ ও ১২, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৯৩০

উপহার

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর ও সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ডি. লিট্., সি. আই. ই.—যিনি আমাকে চিত্র, সঙ্গীত
এবং সাহিত্য-চর্চ্চায় সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান
করিয়া আসিতেছেন—তাঁহাকে এই
পুস্তকখানি উপহার স্বরূপ
প্রদত্ত হইল।

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা

৫৯।১, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড্,
কলিকাতা
২৫শে ভাদ্র, ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দ।

———:*:———

সূচীপত্র

-:*:-

-:*:-

অবতরণিকা

ভুবনবিখ্যাত শাহানশাহ্ মহম্মদ জলালুদ্দীন অকবরের পরবর্ত্তী মুগল বাদশাহ্‌গণ রসনার তৃপ্তিকর দ্রব্য ভোজন, সুরাপান ও রমণীমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য-গীত প্রভৃতি বিলাস-সাগরেই দিবানিশি মগ্ন থাকিতেন, তাঁহারা কখনও বিদ্যানুশীলন করিতেন না—এইরূপ প্রায় লোকেরই ধারণা। একথা যে একেবারে অপ্রকৃত এমন নহে। তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে দুই এক জন যে লেখাপড়া করিতেন এবিষয়ের নিদর্শন আজ পর্য্যন্তও বিদ্যমান রহিয়াছে।

নূরুদ্দীন জহাঙ্গীর বাদশাহ্ ঘোর মদ্যপায়ী হইলেও তাঁহার জীবনে সংঘটিত বিষয়াবলী বিবৃত করিয়া একটী "রোজ্‌নাম্‌চা" অর্থাৎ দৈনিক বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন—আর লিখিয়াছেনও ভালই। ঐ রোজ্‌নাম্‌চা পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, ফার্সী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

জহাঙ্গীর বাদশাহের পর তৈমূর বংশের মিট্ মিট্ প্রদীপ স্বরূপ দিল্লীর শেষ মুগল বাদশাহ্ "মহম্মদ সিরাজুদ্দীন অবুজফর বহাদুর শাহ"-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই ভাগ্যহীন নামে মাত্র বাদশাহ্ যে ফার্সী ও

উর্দ্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন, তাঁহার রচিত কবিতা পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি সঙ্গীতকলায়ও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন—এইরূপ কথিত আছে।

পাশ্চাত্য ইতিহাসকারগণ বহাদুর শাহকে সর্ব্বদা ভোগ-বিলাসে মজিয়া থাকিতেন লিখিলেও তিনি যে একজন সুকবি ছিলেন এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল একথা অস্বীকার করিতে পারে নাই।

বহাদুর শাহের রচিত কবিতা প্রায়ই আমি পাঠ করিয়া থাকি, এবং সেই সমুদয় আমার নিকট অতি মর্ম্মস্পর্শী বোধ হয়। এইজন্য তাঁহার কবিত্বের সম্বন্ধে অল্প দুই একটী কথা বলিয়া তিনি যে সমুদয় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটী কবিতা নির্ব্বাচন পূর্ব্বক বঙ্গানুবাদ সহ ঐ সমস্ত কবিতা তাঁহার কাব্যকলার নিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত হইল। কবিতাগুলি পদ্যে অনুদিত হইলে সুপাঠ্য হইত। কিন্তু কবিতা লেখা আমার অভ্যাস না থাকায় গদ্যেই অনুবাদ করিয়াছি।

উর্দ্দুর প্রতিশব্দগুলি যথাযথভাবে যতদূর সম্ভব বাঙ্গলা করা গিয়াছে এবং পংক্তিগুলিও মূল কবিতার অনুযায়ী বিন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু যে স্থলে ইহা সম্ভব হয় নাই তথায় ভাব ব্যঞ্জনাই করিয়াছি।

মহম্মদ সিরাজুদ্দীন অবুজফর বহাদুর শাহ্

বিদ্যানুরাগী মহম্মদ সিরাজুদ্দীন অবুজফর "বহাদুর শাহ্" নাম ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনারোহণ করিবার পূর্ব্বাবধিই কাব্য-চর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল, এবং সময়ের অধিক ভাগই কবিতা রচনায় তিনি অতিবাহিত করিতেন। কথিত আছে—সেই সমুদয় কবিতা শাহ্নসীর নামক জনৈক কবির দ্বারা সংশোধন করাইয়া লওয়া হইত।

জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উক্ত কবি হৈদ্রাবাদে চলিয়া গেলে দিল্লী নিবাসী সেই সময়ের সুপ্রসিদ্ধ কবি "জৌক"-এর সহিত তিনি কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। বাস্তবিক জৌককেই তাঁহার কবিগুরু বলিতে হইবে।

এই কবির প্রকৃত নাম "মহম্মদ ইব্রাহীম"। "জৌক" তাঁহার "তখল্লুস" ভণিতায় প্রদত্ত নাম। সামান্য এক সৈনিকের পুত্র মহম্মদ ইব্রাহীম কেবল নিজ প্রতিভাবলে অতি কায়ক্লেশে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং বহাদুর শাহের দরবারে প্রবিষ্ট হইয়া কবি-সমাজে বিশেষ আদৃত উচ্চপদ "মলিকুশ্শুরা" অর্থাৎ রাজকবি উপাধি অর্জ্জন করেন।

সেই সময়ে "মির্জা অসদুল্লা" খাঁ নামক উচ্চ বংশীয় আর একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিও দিল্লীতে আবির্ভূত হন। তাঁহার তখল্লুস "গালিব" ছিল, এবং এই নামেই তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত।

বহাদুর শাহ তাঁহার কবিগুরু মহম্মদ ইব্রাহীম জৌককে "মলিকুশ্-শুরা" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক যেরূপ সম্মানিত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তিনি মির্জা অসদুল্লা খাঁ গালিবকেও "দবীরুলমুল্ক" "দেশ মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক" উপাধির দ্বারা ভূষিত করেন। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উল্লিখিত দুই কবির মধ্যে কাব্যকলার সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা ছিল।

উর্দু ভাষার উৎপত্তির পর অবধি আজ পর্য্যন্ত এই ভাষার বহু কবি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু উল্লিখিত দুই কবির সমকক্ষ কেহই হইতে পারেন নাই—এইরূপ অনেকের অভিমত। তাঁহারা দুই জনেই উর্দু ভাষায় অতুলনীয় কবিতা রচনা করিয়া কবি-সমাজে তাঁহাদের নাম অমর করিয়া গিয়াছেন। ভুবনবিখ্যাত "মহম্মদ সমসুদ্দীন হাফেজ" যেমন পারস্য ভাষার অদ্বিতীয় কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ "জৌক" ও "গালিবকেও" উর্দু ভাষার সেই শ্রেণীর কবি বলিলে এমন বিশেষ কিছু অত্যুক্তি হয় মনে করিনা।

উল্লিখিত ভাষার সম্বন্ধে দুই একটী কথা এস্থানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বোধে ইহার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিষয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

উর্দু ভাষার উৎপত্তি

উর্দু ভাষার জন্ম-স্থান ভারতবর্ষ, এবং ইহা অধিক পুরাতন নহে। ভাষাটীকে একপ্রকার আধুনিকও বলা যাইতে পারে। "সাহেব-এ-কিরান্ শাহ্জহাঁ" বাদশাহ্ পুরাতন দিল্লীর উত্তরদিকে বর্ত্তমান দুর্গ ও তাহার মধ্যস্থ বাদশাহী মহল ইত্যাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিজ নামানুসারে ঐ অঞ্চল "শাহজহানাবাদ" নামে অভিহিত করেন। সেই সময়ে তথায় যে একটী সুবৃহৎ "উর্দু" অর্থাৎ সৈনিক বাজার স্থাপিত হইয়াছিল,

তাহাতে নানা দেশীয় লোকের সমাবেশ ও গমনাগমন হেতু আরবী, ফার্সী ও হিন্দী প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ মিশ্রিত হইয়া নূতন একটী ভাষা উৎপন্ন হয়। এইরূপে ভাষাটী "উর্দু" হইতে উদ্ভব হওয়াতে "উর্দু" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মুগল সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্ব-কালেই তাঁহার রাজধানীতে নানা দেশীয় লোকের সমাগম ও সম্মিলনে এই ভাষার সূত্রপাত হইয়াছিল।

উক্ত ভাষাকে ইংরাজেরা "হিন্দুস্থানী বোল" কহে। সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধার জন্য লর্ড ওয়েল্স্লির শাসনকালে ইহা ফার্সীর পরিবর্ত্তে বৃটিশ আদালত প্রভৃতি রাজ-কার্য্যালয়ে প্রচলিত হয়। এবং আজ পর্য্যন্ত উর্দু ভাষা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও আরও কতিপয় অঞ্চলে ঐরূপ ব্যবহৃত হইতেছে।

বর্ণিত ভাষা বৃটিশ রাজ কার্য্যালয়ে প্রচলিত হইলে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের অধ্যয়নের উপযুক্ত পুস্তকের অভাবে নানা অসুবিধা ঘটে। সেই সব অভাব মোচন করিবার উদ্দেশ্যে উর্দু ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান এবং "বাগ ও বহার" প্রভৃতি কতকগুলি গদ্য পুস্তক ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল।

উর্দু ভাষায় আরবী ও ফার্সীশব্দের আধিক্য হেতু ইহা লিখিতে ফার্সী অক্ষরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কি গদ্যে কি পদ্যে ইহার স্থান বিশেষের পদবিন্যাস ফার্সী ব্যাকরণের নিয়মানুসারেই করা হয় এবং ফার্সী কবিতার ছন্দেই বর্ণিত ভাষার কবিতাও রচিত হইয়া থাকে।

আদৌ উর্দু ভাষা সাধারণতঃ বাক্যালাপেই ব্যবহৃত হইত। ইহাকে সাধারণ লোকের কথিত ভাষা বিবেচনায় হেয় মনে করিয়া

কোন সাহিত্যিকই এই ভাষায় লেখাপড়া করিতেন না। যাহা হৌক ক্রমবিকাশে ইহা উন্নত হইতে থাকিলে উক্ত ভাষায় কবিতাদি রচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে "সোদা", "জৌক", "আতশ", প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিগণ বর্ণিত ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর কবিতা রচনা করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। কিন্তু গালিব ব্যতীত তাঁহারা কেহই কোন গদ্য পুস্তক লিখেন নাই।

বহাদুর শাহের কবিতা রচনা

বহাদুর শাহ তাঁহার রচিত কবিতার ভণিতায় নিজ নাম "জফর"-ই তখল্লুস্ রূপে ব্যবহার করিতেন। উর্দু ভাষায় তিনি এত অধিক কবিতা লিখিয়াছেন যে, এইরূপ বহুসংখ্যক কবিতা আর কাহারও দ্বারা রচিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারিনা। তাঁহার "কুলীয়াত" অর্থাৎ সম্পূর্ণ কবিতা-সংগ্রহ দেখিলে মনে হয়—ইহা যেন একটী কবিতার সমুদ্র।

সঙ্গীত চর্চ্চা ব্যতীত বহাদুর শাহের দরবারে প্রায়ই "মশ' আরা" (কবিসম্মিলন) হইত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহার রচিত গজল অর্থাৎ গীতি কবিতার অনেকগুলি একসময়ে লোকে সচরাচর গাইত। যদিও অধুনা তাহা বিরল হইয়াছে, তথাপি সেই সমুদয় গজল যে একেবারে গীত না হয় এমন নহে—ঐসব গীতিকবিতা এখনও মাঝে মাঝে কোন কোন ব্যক্তিকে গাইতে শুনা যায়।

সেই সময়ের সুপ্রসিদ্ধ কবি "জৌক" ও "গালিব"এর রচিত কবিতা অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া থাকিলেও বহাদুর শাহের রচিত কবিতা যে উক্ত দুই মহাকবির রচিত কবিতা হইতে কোন অংশে হীন—এইরূপ আমি মনে করিনা। তিনি যে সমুদয় কবিতা রচনা

করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত যেমন সরল ও ভাবের মাধুর্য্যে পূর্ণ, শব্দগুলিও সেইরূপ লালিত্যময়। বহাদুর শাহ যে কবিত্ব শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার রচিত কবিতা নিচয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়। তাঁহার রচিত কবিতায় প্রায়ই প্রচলিত ভাষা এবং হিন্দী শব্দ প্রয়োগ হইতে দৃষ্ট হয়। ইহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী কবিতা উল্লেখ করা হইল। এতদ্ব্যতীত হিন্দী ব্রজ ভাষায় রচিত তাঁহার আর একটী গজল অন্যান্য কবিতার সহিত দেওয়া হইল।

کون نگر سے آئے هم اور کون نگر میں باسے هیں -

جائینگے پهر هم کون نگر کو هوتے من میں هراسے هیں *

کیسا ملک هے کیسا روپیه کیسي چال اور کیسي ڈهال -

یاهي من کو اندیشے هیں اور یاهي جي کو ساسے هیں *

دیس نیا هے بهیس نیا هے رنگ نیا هے ڈهنگ نیا -

کون آنند کرے هے واں اور رهتے کون اداسے هیں *

کیا کیا پهل دیکهے هم نے پہلے اس پهلواي میں -

اب جو پهلے اس میں پهل هیں اورهي این میں باسے هیں *

دنیا هے اک رین بسیرا بہت گئي رهي تهوڑي سي -

آنسے کهدو سونا جاویں نیند میں جو که نداسے هیں *

কৌন নগরসে আয়ে হম ঔর কৌন নগরমেঁ বাসে হৈঁ,

জায়েঙ্গে ফির হম কৌন নগরকো হোতে মন মেঁ হরাসে* হৈঁ

কৈসা মুল্ক* হৈ কৈসা রূপীয়া কৈসী চাল ঔর কৈসী ঢাল,

য়াহী মনকো অন্দেশে* হৈঁ ঔর য়াহী জীকো সাসে হৈঁ।

দেস নয়াহৈ ভেস নয়াহৈ রঙ্গ নয়া হৈ ঢঙ্গ নয়া,

কৌন আনন্দ করেহৈ ওআঁ ঔর রহতে কৌন উদাসে হৈঁ।

ক্যা ক্যা ফুল দেখে হম্‌নে পহলে ইস ফুলওয়ারী মেঁ,

অব্ জো ফুলে ইস্‌মেঁ ফুলহৈঁ ঔরহী ইন্‌মে বাসে হৈঁ।

দুনীয়া* হৈ এক রয়ন বসেরা বহুত গয়ী রহী থোরীসী,

উন্‌সে কহদো সো না জাওয়ে নীঁদমে জোকি নিন্দাসে হৈঁ।

অনুবাদ

কোন্ নগর হইতে আমি আসিয়াছি আর কোন্ নগরে বাস করি,

আবার কোন্ নগরে যাইব মনে আশঙ্কা হইতেছে।

কেমন দেশ, কেমন টাকা, কেমন চাল আর কেমন চলন,

ইহাই মনে সন্দেহ হইতেছে আর ইহাই প্রাণে ধোঁকা লাগিতেছে

দেশ নূতন, বেশ নূতন, রঙ্গ নূতন, ঢং নূতন,

কে সেখানে আনন্দ করিতেছে আর কে উদাস রহিয়াছে।

* এই কবিতার চিহ্নিত চারিটী শব্দ ব্যতীত আর সমস্তই হিন্দী, তার মধ্যেও অনেকগুলি প্রচলিত ভাষার শব্দ।
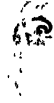
এই উদ্যানে প্রথম আমি কি কি ফুল দেখিয়াছি,
এখন ইহাতে যে ফুল ফুটিয়াছে তাহার অনুরূপ ঘ্রাণ পাইতেছি।
ধরা এক রাত্রির বাসস্থান তার অধিকাংশ চলিয়া গিয়াছে আছে অল্পই
উহাকে বলিয়া দেও শুয়ে যেন নাপড়ে নিদ্রায় যে চেতন হারায়।

বহাদুর শাহ্ রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হইয়া এই কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

বহাদুর শাহের সূফী মতে অনুরাগ

কথিত আছে—বহাদুর শাহ "তসৌঅফ্" অর্থাৎ সূফী মতের অনুরাগী ছিলেন, এবং সচরাচর তিনি ঐ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত সূফী মতসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই মতের উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকাতে তিনি যে সমুদয় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলিই সূফী ভাবব্যঞ্জক। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেই সব কবিতা সূফীগণের মজলিসে আদরে গীত ও আবৃত্তি করা হইত।

"সূফী" মত বেদান্তেরই অনুরূপ। "নিয়োপ্লেটনিজম্" হইতে উক্ত মতের উদ্ভব হইয়াছে—এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত। কিন্তু বেদান্ত হইতেই সূফীমত উৎপন্ন হইয়া থাকা সম্ভব। কারণ বেদান্তের মূল মন্ত্র যেমন "সোঽহং," ঠিক তাহারই প্রতিশব্দ "অন্‌অল্ হক্"ও সূফীগণের মূলমন্ত্র। এ দুইটী শব্দের অর্থ "ব্রহ্ম ও আমি অভিন্ন" এই একই কথা।

বৈষ্ণবেরা স্বয়ং প্রেমিকা হইয়া শ্রীভগবানকে যেমন প্রেমিক বা পতিভাবে আরাধনা করে, সূফীগণও সেই প্রকার স্বয়ং প্রেমপিপাসী হইয়া শ্রীভগবানকে প্রেমপাত্রী রূপে সম্বোধন করিয়া থাকে।

ইরান দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি মহম্মদ শমসুদ্দীন হাফেজ ও অন্যান্য কবিদিগের রচিত সূফীভাব ব্যঞ্জক কবিতা নিচয়ে যে সুন্দরী, সুরা ও নিরাশ প্রেমিকের বিলাপ বর্ণিত আছে, সে সুন্দরী কে ? সুরা ও নিরাশ প্রেমিকের বিলাপই বা কি ? সুন্দরী—শ্রীভগবান্। সুরা তাঁহারই প্রেমে মত্তকারী মদিরা রূপ ভক্তি ; আর সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের সমীপে পঁহুছিয়া তাঁহাতে যে লীন হইতে পারিতেছেনা, এই দুঃখময় আর্ত্তনাদই বিরহীর বিলাপ।

হাফেজ এবং অপরাপর কবিগণ সূফীভাব সমন্বিত কবিতা দুই অর্থ প্রকাশক প্রহেলিকার ন্যায় লিখিয়াছেন—এই জন্য ঐ সব কবিতার প্রকৃত ভাব উদ্ধার করিতে অনেক সময় বেগ পাইতে হয়। ঐ শ্রেণীর যে সমুদয় কবিতা বহাদুর শাহ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই একটী স্পষ্টরূপে লিখিত হওয়াতে সেই সব কবিতার প্রকৃত অর্থ অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ঐরূপ একটী কবিতা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

جو عرش سے ہے فرش تلک سب اسي ميں ہے - ديکهه آنکهه کهولکر
کيا کيا نہيں ہے اس ميں سب کچهه اسي ميں ہے - پهر چاهئے نظر *
دل اپنا پہلے زنگِ کدورت سے صاف کر - مانندِ آئينه
پهر تو بغور ديکهه اس آئينه ميں ہے - کيا حسن جلوه گر *
پيدا نگاه کر که تجلیِ حسنِ يار - سب جا ہے اشکار
شعله سے طور کے نہيں کم روشني ميں ہے - پر سنگ کا شرر *
کيوں کعبه و کنشت ميں سر مارتا ہے تو - سر گرم جستجو
تو جسکو ڈهونڈهتا ہے چهپا وه تجهی ميں ہے - پر تو ہے بے خبر *

جوشِ بہارِ حسن سے کس گل کے اے صباہ ، ہے یہ جنونکا جوش

مصروف اس قدر جو گریباں دري میں ہے - ہر غنچہ ہر سحر *

ہے دورِ جام و صحبتِ یارانِ زندہ دل - کیفیتِ حباب

کچھہ ہے اگر مزا تو یہي زندگي میں ہے - باقي ہے دردِ سر *

ہے خود پرست پوچھتا ہے خدا کي راہ - ہے وہ بہت قریب

گم کردہ راہ آپ تو اپني خودي میں ہے - اس سے ہے دور تر *

صد داغِ سوزِ عشق سے کہا بلکہ صد ہزار - ہر داغ دل پہ تو

لذت تجھے نصیب اگر عاشقي میں ہے - اے سوختہ جگر *

افشاے راز عشق نہ کر کہکے جي کي بات - پردہ هي خوب ہے

جي هي میں اپنے رہ نے دے جوکچھہ کہ جي میں ہے - خاموش اے ظفر *

জো অরশ সে হৈ ফরশ্ তলক সব ইসী মেঁ হৈ
দেখ্ আঁখ খুলকর্,
ক্যা ক্যা নহিঁ হৈ ইস মেঁ সবকুছ ইসী মেঁ হৈ
পর চাহীয়ে নজর।
দিল্ অপনা পহেলা জঙ্গ-এ-কদূরত সে সাফ্কর
মানিন্দ এ-আইনা,
ফির তু বগৌর দেখ ইস আইনা মেঁ হৈ
ক্যা হুসন্ জলুয়াগর।
পৈদা নিগাহ্ কর কি তজল্লী-য়ে-হুসন-এ-ইয়ার
সব যা হৈ আশ্কার,

গুলাসে তুরকে নহীঁ কম রোশ্‌নী মেঁ হৈ

পর সঙ্গকা শরর্।

কুঁ্য কবাও কুনিশ্‌ত মেঁ সির মারতা হৈ তু

সর গরম জস্তজু,

তু জিস্‌কু ঢুণ্ডতা হৈ ছিপা ওহ্‌ তুঝি মেঁ হৈ

পর তু হৈ বে খবর।

জোশ-এ-বহার-এ-হুসনসে কিস গুলকে ঐ সবা

হৈ য়হ্ জনূন্‌কা জোশ,

মসরুফ ইস কদর জো গরিবান্ দরী মেঁ হৈ

হর গুঞ্চা হর সহর।

হৈ দৌর-এ-জাম্ ও সহবত-এ-ইয়ারান-এ-জিন্দা দিল

কৈফিয়ত-এ-হবাব,

কুছ্‌ হৈ অগর মজা তো এহী জিন্দগী মেঁ হৈ

বাকী হৈ দর্দ-এ-সির।

হৈ খোদ পরস্ত পুছতা হৈ খুদা কি রাহ

হৈ ওহ বহুত করিব,

গুম করদা রাহ আপ তু অপনী খোদী মে হৈ

ইস্‌সে হৈ দূরতর।

সদ্ দাগ-এ-সৌজ-এ-ইশ্‌কসে খা বল্কি সদ হজার

হর দাগ দিলপতু,

লজ্জত তুঝে নসিব অগর আশকী মেঁ হৈ

অয় সোখতা জিগর।

ইফশা-এ-রাজ-এ-ইশ্‌ক নকর কহকে জী কি বাত
পরদা হি খুব হৈ,
জীহী মেঁ অপনে রহনেদে জো কুছ কি জী মেঁ হৈ
খামুশ ঐ "জফর"।

অনুবাদ

স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত যাহা আছে, সব এতে আছে
চোখ মেলে দেখ্,
কি ইহাতে নাই, সব কিছু ইহাতে আছে
কিন্তু দৃষ্টিশক্তি চাই।
নিজ হৃদয় প্রথমে মলিন মরিচা হইতে পরিষ্কার কর্
দর্পণের মত,
তার পর মনোযোগ দিয়ে দেখ—ঐ দর্পণে আছে
কি সুস্পষ্ট সৌন্দর্য্য।
চক্ষু জন্মা, তবে দেখিবি বঁধুর উজ্জ্বল ভাতি
সর্ব্বত্র প্রকাশিত,
*তূর পর্ব্বতের অগ্নিশিখাতে আলো ন্যূন নহে
কিন্তু সে প্রস্তরের চমক।
কেন তুই মক্কার ভজনালয়ে ও দেবমন্দিরে শির প্রহার
করিতেছিস্, অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া,

---

* তূর পর্ব্বত হইতে মোজস ঈশ্বরের আদেশ আনিবার কালে তথায়ই উজ্জ্বল আলো প্রদীপ্ত হইয়াছিল—এইরূপ কথিত আছে।

তুই যার অনুসন্ধান করিতেছিস্ সে তোরই ভিতর লুকাইয়া আছে
কিন্তু তুই জানিতে পারিতেছিস্ না।

হে প্রাতঃসমীরণ, বসন্ত-সৌন্দর্য্যের উত্তেজনায় কোন্ ফুলের
এই উন্মত্তের উন্মাদনা,

কণ্ঠবাস মুক্ত করিতে (বিকসিত হইতে) এরূপ ব্যস্ত হইয়া আছে
প্রতি কুসুমকলিকা প্রতি প্রভাতে।

উৎফুল্লচিত্ত বন্ধুগণের সমাবেশ ও একের হস্ত হইতে অপরের
হস্তে সুরাপাত্রের পরিচালন, বুদ্‌বুদের মত,

যদি কিছু সুখভোগ থাকে তবে এই জীবনেই
তারপর শিরঃপীড়ামাত্র।

স্বার্থসেবী হও কিন্তু ভগবানের পথ জিজ্ঞাসা কর
তাহা অতি নিকটেই,

তুই স্বয়ং অভিমানে পথ হারাইয়াছিস্
ইহাতেই দূরতর হইয়াছে।

প্রেমানলের শত দগ্ধচিহ্ন সহিয়া লও
প্রতি দাগ তোর হৃদয়ে—

প্রেমের সুখ ভোগ যদি তোর ভাগ্যে থাকে
অরে দগ্ধ হৃদয়।

মনের কথা বলিয়া প্রেমের গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিস্‌না
উহা অতি গোপনীয়,

নিজ মনেই রাখিয়া দে, যাহা কিছু মনে আছে
রে "জফর" চুপ্‌ থাক্।

বহাদুর শাহ তাঁহার রচিত দুই একটী কবিতার স্থান বিশেষে "রিন্দ" মতেরও প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় যে, এই ভাবুক কবি যেন ঐ মতের প্রতিও শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

রিন্দ মত

সুরাপানে উন্মত্ত ব্যক্তিকে ফার্সী ভাষায় "রিন্দ" কহে। এই নামে খ্যাত সাধকেরা রোজা, নমাজ ইত্যাদি মুসলিম ধর্ম্ম-বিধানের কোন ধার ধারেন না। মূঢ়তা বশতঃ যে তাঁহারা এইরূপ করেন তাহা নহে—জ্ঞানবলেই রিন্দগণ এই প্রকার আচরণ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য-গণ যাঁহাদিগকে ফ্রিথিংকর (Free-thinker) কহে তাঁহারা সেই মতাবলম্বী।

উল্লিখিত পন্থায় উপাসকেরা সুরাপায়ী ব্যক্তির ন্যায় উন্মত্ত হইয়া দিবানিশি শ্রীভগবানের প্রেমরূপ মদিরাতে মজিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহারা "রিন্দ" নামে প্রসিদ্ধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বর্ণিত কবি বাদশাহ আমরণ কাব্যানুশীলনে দিন যাপন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি যে সমস্ত দুঃখময় কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে সমুদয় অতি মর্ম্মভেদী। ব্যথার ব্যথী ব্যতিরেকে অপর ব্যক্তি কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ হৃদয়স্পর্শী কবিতা লিখিতে পারিবে কিনা—ইহা সন্দেহজনক।

রেঙ্গুনে বহাদুর শাহের মৃত্যু

অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বহাদুর শাহ বৃদ্ধ বয়সে নির্ব্বাসিত হইয়া রেঙ্গুনে অবস্থান করিবার কালে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, নভেম্বর মাসের একাদশ দিনে তথায় কালকবলে পতিত হন। তাঁহার সিংহাসনারোহণ

ও মৃত্যুর বৎসর উর্দু ভাষায় রচিত একটী কবিতায় এইরূপ উল্লেখ আছে :—

سراجِ دین بو ظفر مسافر وہ سوے جنّت ہوا روانہ -

کہ جس کے باعث مئے خوشي سے چھلک رہا تھا اياغِ دهلي *

"چراغِ دهلي" جلوس کا سال ہے سو اب بهي مطابق اوسکے -

سروشِ غیبي نے سالِ رحلت کہا "بجھا ہے چراغ دهلي *

সিরাজ-এ-দীন বুজফর মুসাফির ওহ্

সুয়ে জিন্নত হোআ রৌয়ানা,

কি জিস্‌কে বা'এস্ মৈ-এ-খুশীসে ছলক্ রহাথা

অয়াগ্-এ-দেহিলী।

"চিরাগ-এ-দেহিলী" জলুসকা সালহৈ

সু অবভী মূতাবিক্ ইস্‌কে,

সরুশ-এ-গৈবীনে সাল-এ-রিহলত্ কহা

"বুঝা হৈ চিরাগ্-এ-দেহিলী।"

অনুবাদ

পথিক সিরাজ-এ-দীন বুজফর

সুরধামে যাত্রা করিয়াছেন,

যাহার কারণ পান-পাত্র-রূপ দিল্লী

প্রমোদ-সুরাতে উচ্ছলিত হইত।

"দিল্লীর প্রদীপ" এই কথা সিংহাসনারোহণের সন বুঝায়
এবং এখনও তাহা ঐরূপ জ্ঞাপন করে,
"দিল্লীর প্রদীপ নিবিয়াছে" এই কথায়
অদৃশ্য হইতে এক দেবদূত তাহার মৃত্যুর তারিখ কহে।

আরবী ও ফার্সীতে অব্জদ্ অর্থাৎ অক্ষরের দ্বারা সংখ্যা নির্ণয়ের যে প্রণালী আছে, তদনুসারে "চিরাগ-এ-দেহিলী" (দিল্লীর প্রদীপ) কথার কয়েকটী অক্ষর ১২৫৩ সংখ্যা বুঝায়। উল্লিখিত কবিতানুসারে সেই হিজরীতে বহাদুর শাহ্ সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন এবং "বুঝাহৈ চিরাগ-এ-দেহিলী" (দিল্লীর প্রদীপ নিবিয়াছে) একথার কয়েকটী অক্ষরে ১২৭৯ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, প্রকাশ করে।

নামে মাত্র হইলেও দিল্লীর বাদশাহ্ বলিয়া জন সমাজে পরিচিত হতভাগ্য বহাদুর শাহ্ ভাগ্যদোষে জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া শেষ জীবনে যে ভাবে দিন যাপন করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিতে গেলে মনে হয় যেন, তাঁহার রচিত কবিতার নিম্নলিখিত "মত্‌লা" অর্থাৎ প্রথম দুই পংক্তি গোরের নীচ হইতে তিনি করুণ স্বরে গাইতেছেন।

پسِ مرگ میرے مزار پر جو دیا کسي نے جلا دیا ۔
اوسے آہ دامنِ باد نے سرِ شامھي سے بجھا دیا *

পস-এ-মর্গ মেরে মজার পর জো দীয়া কিসিনে জলাদিয়া,
উসে আহ্ দমন-এ-বাদনে সর-এ-শাম্হিসে বুঝাদিয়া।

অনুবাদ

মৃত্যুর পর আমার সমাধির উপরে
কোন ব্যক্তি যে প্রদীপটী জ্বালাইয়া দিয়াছিল,
দুঃখের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তাহা
সন্ধ্যার প্রারম্ভেই নিবাইয়া দিয়াছে।

মহম্মদ সিরাজুদ্দীন অবুজফর বহাদুর শাহ্ এ নশ্বর ধরার দুঃখ তাপ পদদলিত করিয়া তাঁহার চিরবাঞ্ছিত প্রিয়জনের সহিত মিলন-উদ্দেশ্যে চির-সুখময় অবিনশ্বর দেশে চলিয়া গিয়াছেন—সেখান হইতে আর ফিরিবেন না। সাধারণের স্মৃতি হইতেও তাঁহার কথা কালক্রমে মুছিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে সমুদয় সুললিত কবিতা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সমুদয় তাঁহার কাহিনী উর্দু ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে জাগরূক রাখিবে।

-:*:-

বহাদুর শাহের রচিত কতিপয় কবিতা

غزل

نہ درویشوں کا خرقہ چاہئے نہ تاجِ شاہانا -

مجھے تو ہوس دے اتنا رہوں میں تجھہ پہ دیوانا *

کتابوں میں دھرا ہے کیا بہت لکھہ لکھہ کے دھو ڈالیں -

ہمارے دل پہ نقشِ فی‌الحجر ہے تیرا فرمانا *

ندیکھا وہ کہیں جلوہ جو دیکھا خانۂ دل میں -

بہت مسجد میں سر مارا بہت سا ڈھونڈا بتخانا *

کچھہ ایسا ہو کہ جس سے منزلِ مقصود کو پہونچوں -

طریق پارسائي ہو وے یا ہو راہ رندانا *

یہ ساري آمد و شد ہے نفس کي آمد و شد پر -

اسي تک آنا جانا ہے نہ پھر جانا نہ پھر آنا *

ظفر وہ زاہد بیدرد کي ہو حق سے بہتر ہے -

گرے گر رند دردِ دل سے ہاؤ ہوے مستانا *

-:O:-

গজল

ন দরওয়েশোঁকা খিরকা চাহিয়ে ন তাজ্-এ-শাহানা,
মুঝে তো হওস্ দে এতনা রহুঁ মৈঁ তুঝ প দিওয়ানা।
কিতাবোঁ মেঁ ধরাহৈ ক্যা বহুত লিখ্ লিখ্কে ধো ডালে,
হমারে দিল প নক্শ-এ-ফিল্হজর হৈ তেরা ফরমানা।
ন দেখা ওহ কহিঁ জলোয়া জো দেখা খানা-এ-দিলমেঁ,
বহুত মসজিদমেঁ সির মারা বহুত সা ঢূঁডা বুত্খানা।

কুছ ঐসা হো কি জিসসে মঞ্জল-এ-মক্‌সদ্‌কো পহুঁচুঁ,
তরিক-এ-পারসাই হো ওয়ে ইয়া হো রাহ্‌-এ-রিন্দানা।
য়হ সারি আমদ্‌ ও শুদ্‌হৈ নফস্‌কি আমদ্‌ ও শুদপর,
উসি তক আনা যানাহৈ ন ফির যানা ন ফির আনা।
"জফর" ওহ্‌ জাহিদ বেদর্দ্দাকি হো হক্‌সে বেহেতরহৈ,
গিরে গর রিন্দ দর্দ-এ-দিলসে হাও হোয়ে মস্তানা।

-:o:-

অনুবাদ

দরওয়েশগণের খির্কাও চাইনা, রাজমুকুটও চাইনা,
তোর জন্যই যেন উন্মত্ত থাকি আমাকে এই বাসনা দে।
নানা গ্রন্থে কত কি আছে তার অনেক লিখিয়া ধুইয়া ফেলিয়াছি,
আমার হৃদয়ে তোর আদেশ শিলালিপির ন্যায় রহিয়াছে।
কোথাও সেই উজ্জ্বল রূপ দেখি নাই হৃদয়-মন্দিরে যাহা দেখিয়াছি,
অনেক মস্‌জিদে মাথা কুটিয়াছি, অনেক মন্দিরে খোঁজিয়াছি।
এমন কিছু উপায় হয় যে, যাহাতে উদ্দিষ্ট স্থানে পহুঁছা যায়,
তাহা পবিত্র পন্থিগণের মতেই হউক, বা "রিন্দ" গণের মতেই হউক।
এই সব আসা যাওয়া আত্মারই যাতায়াত,
ঐ পর্য্যন্ত আসা যাওয়া করা চাই, আর যেন ফিরিয়া আসিতে
ও যাইতে না হয়।
"জফর" ঐ হৃদয়হীন সন্ন্যাসী হইতে ভাল—
যদি সহৃদয় রিন্দের হাতে পড়ে, সে উন্মত্তই হউক না কেন।

————:o:————

غزل

هم نے دنیا میں آکے کیا دیکھا

دیکھا جو کچھه سو خواب سا دیکھا

هے تو انسان خاک کا پتلا

لیک پانی کا بلبلا دیکھا

خوب دیکھا جہان کے خوباں کو

ایک تجهه سا نه دوسرا دیکھا

ایک دم پر هوا نه باندہ حباب

دم کو دم بهر میں یہاں هوا دیکھا

سامنے اُس نگاہ کے دل کو

هدفِ ناوکِ قضا دیکھا

نهوے تري خاکِ پا هم نے

خاک میں آپ کو ملا دیکھا

اب نه دیجے ظفر کسي کو دل

که جس سے دیکھا بے وفا دیکھا

-:O:-

গজল

হম্‌নে দুনিয়ামেঁ আকে ক্যা দেখা,
দেখা জো কুছ সো খোআব সা দেখা।
হৈ তো ইন্‌সান্‌ খাক্‌কা পুতলা,
লেক্‌ পানীকা বুলবুলা দেখা।
খুব দেখা জহানকে খুবাঁকো
এক তুঝসা ন দুস্‌রা দেখা।
এক দম পর হওআ ন বান্ধ হবাব্‌
দমকো দম ভরমেঁ ইহাঁ হওআ দেখা।
সামনে উস নিগাহ্‌কে দিলকো
হদফ্‌-এ-নাওক্‌-এ-কজা দেখা।
নহোয়ে তেরী-খাক্‌-এ-পা হামনে
খাক্‌মেঁ আপকো মিলা দেখা।
অব ন দিজে "জফর" কিসীকো দিল,
কি জিসসে দেখা বেওফা দেখা।

অনুবাদ

ধরাতে আসিয়া আমি কি দেখিলাম,
যাহা কিছু দেখিয়াছি সমস্তই স্বপ্ন যেন দেখিলাম
মনুষ্যকে তো মৃত্তিকার পুত্তলী
কিংবা জল বুদ্‌বুদের স্বরূপ দেখিলাম।

জগতের সুন্দরীদিগকে উত্তম রূপে দেখিয়াছি,
তোর মত দ্বিতীয় আর দেখি নাই।
বুদ্‌বুদ এক নিমেষে গর্ব্ব করিও না,
জীবনকে এখানে পলকে বায়ুতে লীন হইতে দেখিয়াছি
ঐ দৃষ্টির সম্মুখে হৃদয়কে—
মৃত্যুবাণের লক্ষ্য-স্থল দেখিয়াছি।
আমি তোর পদ-ধূলি হই নাই,
আমাকে ধূলার সহিত মিশ্রিত দেখিলাম।
"জফর" এখন কাহাকেও হৃদয় সমর্পণ করিও না
যাহাকে দেখিয়াছি তাহাকেই অকৃতজ্ঞ দেখিলাম।

———:o:———

غزل

دل کا آئینہ جب صفا دیکھا -
وہ جو پنہاں تھا برملا دیکھا *
تو وہ یکتا ہے تیری صورت کا -
نہ سنا اور نہ دوسرا دیکھا *
یہ جہان ہے عجب تماشا گاہ -
ہر تماشا یہاں نیا دیکھا *
ہم نے راہِ وفا میں غیر از عشق -
کوئی اپنا نہ رہ نما دیکھا *

خاک دنیا کي سیر کي هم نے -

یه تو اک یوں‌هي خواب سا دیکها *

کهول کر آنکهه اپني مثلِ حباب -

کچهه نـه هم نے بجـز فنـا دیکها *

عشق هے یا بلا که اس میں ظفر -

ایک عـالم کو مبتـلا دیکها *

———:o:———

গজল

দিলকা আইনা জব সফা দেখা,

ওহ্ জো পিনহাঁ থা বরমলা দেখা।

তু ওহ্ একতা হৈ তেরী সূরতকা,

ন সুনা ঔর ন দুস্‌রা দেখা।

য়হ জহান হৈ অজব তমাশা গাহ্,

হর তমাশা ইহাঁ নয়া দেখা।

হম্‌নে রাহ্-এ-ওফামেঁ গৈর অজ্ ইশ্‌ক,

কোই অপনা ন রহ্‌নুমা দেখা।

খাক্ দুনিয়াকী সৈর কী হম্‌নে,

য়হ্‌তো এক য়োঁহী খোআব সা দেখা

খোলকর আঁখ অপনী, মসল-এ-হবাব—

কুছ্ন হম্নে বজুজ্ ফণা দেখা।

ইশ্ক হৈ য়া বলা কি ইস্মে "জফর"

এক আলম্‌কো মবতলা দেখা।

-:o:-

অনুবাদ

হৃদয়-মুকুর যখন পরিষ্কার দেখিয়াছি

সে যে লুক্কায়িত ছিল তাহাকে সুপ্রকাশিত দেখিলাম

তুই সেই—তোর রূপের তুলনা নাই,

হেন রূপ দ্বিতীয় দেখি নাই, আর শুনি নাই।

এই বিশ্ব একটী অদ্ভুত রঙ্গভূমি,

এখানকার সমস্ত রঙ্গই নূতন দেখিলাম।

সত্য-পথে আমি প্রেম ব্যতিরেকে—

কাহাকেও আমার পথপ্রদর্শক দেখিলাম না।

সারাটী জগৎ আমি পরিভ্রমণ করিয়াছি,

সমস্তই স্বপ্নের মত দেখিলাম।

আমি চোখ মেলিয়া বুদ্‌বুদের মত—

ধ্বংস ব্যতীত কিছুই দেখিলাম না।

প্রেমই হউক অথবা আপদই হউক তাহাতেই "জফর"

সারা জগৎকে বিজড়িত দেখিতে পাইলাম।

——:o:——

غزل

چلا گیا شبِ غمِ دل کا داغ صبح کے وقت -

وگرنہ ہوتے ہیں گل شبِ چراغ صبح کے وقت *

نسیم صبح کے جھونکے سے ہو گراں خاطر -

چمن میں جاے جو وہ خوش دماغ صبح کے وقت *

شبِ وصال میں گھبرا کے وہ اُٹھے چونک کر -

لگي جو بول نے کنجشک و زاغ صبح کے وقت *

چمن میں کون صبوحي کو آئے گا ساقي -

گلوں کے دھوئے ہے شبنم اياغ صبح کے وقت *

سفر کي فکر کر اے غافل آگئي پيري -

پڑا ہوا ہے تو کیوں با فراغ صبح کے وقت *

يہ لاغري ہے کہ بستر پہ رات بھر مجھکو -

اجل نے ڈھونڈھا جو پایا سراغ صبح کے وقت *

ظفر نے خواب میں کس گل‌کو رات دیکھا تھا -

کہ اُٹھا خواب سے ہو باغ باغ صبح کے وقت *

———:o:———

গজল

চলা গিয়া শব-এগম-এ-দিলকা দাগ সুবহ্‌কে ওক্ত,

ওগরনা হোতে হৈঁ গুল্ শব-এ-চিরাগ সুবহকে ওক্ত।

নসীম-এ-সুবহকে ঝোঁকেসে হো গিরাঁ খাতর্,

চমন মেঁ যায়ে জো ওহ্ খোশ্ দিমাগ্ সুবহ্‌কে ওক্ত

শব-এ-ভিসাল্ মে ঘব্রাকে ওহ্ উঠে চৌক, কর্,

লগী জো বোলনে কঞ্জশক্ ও জাগ্ সুবহকে ওক্ত।

চমন মেঁ কৌন সবুহী কো আয়েগা সাকী,

গুলোঁকে ধোয়ে হৈ শব্নম্ অয়াগ্ সুবহকে ওক্ত।

সফর্কী ফিকির্ কর ঐ গাফিল আগয়ী পীরী,

পড়া হোয়া হৈ তু ক্যুঁ বফরাগ সুবহকে ওক্ত।

য়হ লাগরী হৈ কি বিস্তর প রাত ভর্ মুঝ কো,

অজলনে ঢুঁঢা জো পায়া সুরাগ সুবহকে ওক্ত।

জফরনে খোআব্ মে কিস্ গুলকো রাত দেখা থা,

কি উঠা খোআব সে হো বাগ্ বাগ্ সুবহকে ওক্ত।

-:০:-

অনুবাদ

রজনীর মনদুঃখের দগ্ধ-চিহ্ন প্রভাতে চলিয়া গিয়াছে;

নতুবা নিশার প্রদীপ ঊষাতে নিবিয়া যাইত।

প্রাতঃসমীরণের হিল্লোলে স্ফূর্ত্তিহীন বোধ হইলে,

মালঞ্চে গমন কর সেই উৎফুল্লকারী প্রভাত কালে।

মিলন-যামিনীতে সে শঙ্কিত হইয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল,

প্রভাতে যখন চটক পাখী ও কাক ডাকিতে লাগিল।

সাকী—প্রত্যুষের কোন্ সুরাপায়ী মালঞ্চে আসিবে,

সুরাপাত্ররূপ কুসুম নিচয়কে প্রাতে শিশির ধৌত করিয়াছে।

রে অনবধান যাত্রার চিন্তা কর্ বার্দ্ধক্য আসিয়াছে,
প্রভাতকালে কেন তুই নিশ্চিন্ত মনে পড়িয়া রহিয়াছিস্।
সারা নিশি শয্যার উপর আমার এই দুর্ব্বলতা হইয়াছে যে,
মৃত্যু অনুসন্ধান করিয়া প্রভাতে আমার খোঁজ পাইয়াছে
রজনীতে "জফর" কোন্ প্রসূনকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল,
হর্ষচিত্তে নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া প্রভাতে উঠিয়াছে।

غزل

دیتا ہے جو مزا تیرے لب سے کلامِ تلخ -
رکھتي ہے کب یہ لطف مئے لعل فام تلخ *
صیاد آب و دانہ کي تو پوچھتا ہے کیا -
ہے اب تو زندگي بھي مجھے زیرِ دام تلخ *
کیا کیا غضب سے زہر اوگلتے ہو تم واے -
اک حرف منہ سے کہتا نہیں یہ غلام تلخ *
صفراے رنج و غم سے ہے ترے مریض کا -
منہ تلخ حلق تلخ زباں تلخ کام تلخ *
ہے شیشۂ سپہر میں زہرِ آب جاے مے -
کیوں کر نہ عیشِ بزمِ جہاں ہو مدام تلخ *
گو حرفِ پند تلخ ہے پر دل میں رکھہ ظفر -
اک روز یہ دوا ترے آئے گي کام تلخ *

———:o:

গজল

দেতা হৈ জো মজা তেরে লব্‌সে কলাম্‌-এ-তল্‌খ,
রখতি হৈ কব য়হ লুত্‌ফ মৈ-এ-লাল ফাম তল্‌খ।
সৈয়াদ আব ও দানাকী তু পুছতা হৈ ক্যা,
হৈ অবতো জিন্দগী ভী মুঝে জের-এ-দাম তল্‌খ।
ক্যা ক্যা গজব্‌ সে জহর ওগল্‌তে হো তুম ওলে—
এক হরফ মুঁসে কহতা নহিঁ য়হ গুলাম তল্‌খ।
সফ্রায়ে রঞ্জ ও গমসে হৈ তেরে মরেজ্‌কা—
মুঁ তল্‌খ হল্‌ক তল্‌খ জবান তল্‌খ কাম তল্‌খ।
হৈ শীশা-এ-সিপহর মেঁ জহর আব্‌ যায়ে মৈ,
ক্যুঁকর ন অয়েশ এ-বজম-এ-জহাঁ হো মুদাম্‌ তল্‌খ।
গো হরফ-এ-পন্দ তলখ হৈ পর্‌ দিলমেঁ রখ "জফর,"
এক রোজ য়হ দোআ তেরে আয়েগী কাম তল্‌খ।

অনুবাদ

তোর মুখের উগ্র কথা যে সুখ প্রদান করে,
লোহিত বর্ণের উগ্র সুরাতে কোথায় সে রস।
খাদ্য ও পানীয়ের বিষয় ব্যাধ তুই কি জিজ্ঞাসা করিতেছিস্‌,
ফাঁদের নীচে এখনতো আমার জীবনও তিক্ত হইয়াছে

কি প্রচণ্ড ভাবে তুই বিষ উদ্গার করিতেছিস্—তথাপি
এই দাস একটীও তিক্ত কথা বলিতেছে না।
তোর দুঃখ ও তাপের পিত্তে রোগীর—
মুখ তিক্ত, কণ্ঠনালী তিক্ত, জিহ্বা তিক্ত ও তালু
তিক্ত হইয়াছে।
মদিরার সুরাহী সুনীল গগন সুরার পরিবর্ত্তে তিক্ত বারিতে পূর্ণ,
ধরাতলের বিলাস-সম্মিলন কেন নিরন্তর তিক্ত হইবেনা।
উপদেশ বাণী তিক্ত হইলেও মনে রাখিয়া দিস্ "জফর,"
এই তিক্ত ঔষধই একদিন তোর কাজে আসিবে।

غزل

سامانِ مسرت دلِ پُرغم سے نہ ہوگا -
ہم غم سے جدا ہونگے پہ غم ہم سے نہ ہوگا *

ہر اشک کے قطرونسے بہے سیکڑوں دریا -
کیا کیا نہ ابھی دیدۂ پُرنم سے نہ ہوگا *

گر بوسہ ہمیں دوگے تو ہم دل تمہے دینگے -
گر تم سے نہ ہوگا وہ تو یہ ہم سے نہ ہوگا *

کیا تاب ہے ہو سامنے اُس تیغِ نگاہ کے -
ایسا ہی جگر میرا ہے رستم سے نہ ہوگا *

هم شرط یہ کرتے هیں کہ بیمار تمهارا -

چنگا وہ کبهي عیسیٔ مریم سے نہ هوگا *

ذرہ جو ظفر کے درِ دولت کي هے مشتاق -

کم رتبے میں وہ نیر اعظم سے نہ هوگا *

-:*:-

গজল

সামান-এ-মসর্‌ত দিল-এ-পুরগমসে ন হোগা,

হম গমসে জুদা হোঁগে প গম হমসে ন হোগা।

হর অশ্‌ককে কত্রোঁসে বহে সৈকড়োঁ দরিয়া,

ক্যা ক্যা ন অভী দীদ-এ-পুরনমসে ন হোগা।

গর বোসা হমেঁ দোগে তো হম দিল তুমহে দেঁগে,

গর তুমসে ন ওহ হোগা তো য়হ হমসে ন হোগা।

ক্যা তাব হৈ হো সামনে উস তেগ-এ-নিগাহ্‌ কা,

ঐসাহী জিগর মেরা হৈ রুস্তমসে ন হোগা।

হম শর্ত য়হ করতে হৈঁ কি বীমার তুমহারা,

চঙ্গা ওহ কভী ইসায়ে মরীয়ম সে না হোগা।

জর্রা জো "জফর" কে দর-এ-দৌলতকে হৈ মুশ্‌তাক,

কম রুত্‌বেমেঁ ওহ নৈয়র-এ-আ'জম্‌সে ন হোগা

-:*:-

অনুবাদ

আমোদ প্রমোদের আয়োজন দুঃখময় হৃদয়ের দ্বারা হইবে না ;

আমি দুঃখ হইতে সরিয়া যাইব কিন্তু দুঃখ আমাকে ছাড়িবে না

প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু হইতে শত শত নদী প্রবাহিত হয়

সিক্ত আঁখির দ্বারা এখন কি কি হইবে না।

যদি আমাকে চুম্বন কর তো তোমাকে আমি প্রাণ দিব,

তোমার দ্বারা যদি উহা না হয় তবে আমার দ্বারা ইহা হইবেনা।

ঐ নয়ন তরবারির সম্মুখী হওয়া কি সাধ্য আছে,

*

এমনই আমার হৃদয় যে, রুস্তমের দ্বারা তাহা হইবে না।

আমি পণ করিতেছি যে, তোমার এই রোগ

মেরীর পুত্র যীশুর দ্বারা কখনও উহা আরোগ্য হইবে না।

"জফর"-এর বাসভবন-দ্বারের যে ক্ষুদ্র কণিকাটী সে উচ্চাভিলাষী,

নীচ পদের সে, দিবাকরের ন্যায় হইবে না।

-:*:-

غزل

بھري تھي ساغر ميں رات ساقي نے ايسي خوشبو شرابِ خالص -

نہ اُسکو پہونچے ہے مشکِ خالص نہ اُسکو پہنچے گلابِ خالص *

اِس آرزو ميں کہ اُسکے پانوں کے چھلے کوئي مجھے بنادے

اِدھر تو ہے سيم ماہ خالص اُدھر زر آفتاب خالص

* সুপ্রসিদ্ধ পারস্য দেশীয় কবি ফির্দোসীর রচিত মহাকাব্য "শাহ-নামায়" বর্ণিত বিখ্যাত বীর।

حلاوت اُس شیریں لعل لب کي نه پوچهو بوسے کي هے یه شیریں -
که جو کوئي انگبینِ خالص کو کهولدے لیکے آبِ خالص *

دلِ شکسته درست میرا نهووے کیونکر کے هاتهه آئے -
تمهارے بوسه کے خالِ مسکیں کے مومیائي شتاب خالص *

سمیمِ گیسوے عنبریں سے تیرے وه همسر کبهي نهوگا -
هزار عنبر ظفر منگائے کہیں سے آئے پر حجاب خالص *

-:o:-

গজল

ভরীথী সাগরমেঁ রাত সাকীনে ঐসী খুশ্‌বু শরাব-এ-খালিস্‌
ন উস্কো পহুঁচেহৈ মুশ্‌ক-এ-খালিস ন উস্কো পহুঁচে গুাব-এ-খালিস
ইস অরজুমেঁ কি উস্কে পাঁওঁ কে ছল্লে কোই মুঝে বনা দে,
ইধর তো হৈ সীম-এ-মাহ্‌ খালিস উধর জর-এ-আফ্‌তাব্‌ খালিস।
হলাওত্‌ উস্‌ শীরীঁ লাল লব্‌কী ন পুছো বুসেকী হৈ য়হ্‌ শীরীঁ,
কি জো কোই অঙ্গবীন্‌-এ-খালিসকো খোলদে লেকে আব-এ-খালিস।
দিল-এ-শিকস্তা দুরস্ত মেরা নহো ওয়ে কুঁ্যনকর কি হাথ আয়ে,
তুমহারে বুসাকে খাল-এ-মুস্কীঁকে মোমীয়াই শিতাব খালিস।
সমীমে-এ-গেসু-এ-অম্বরীঁসে তেরে ওহ হমসর্‌ কভী নহোগা,
কি হজার অম্বর "জফর" মঙ্গাইয়ে-কহীঁসে আয়ে পুরহিজাব খালিস।

———:*:———

অনুবাদ

রজনীতে সাকী এমন সুবাসিত বিশুদ্ধ সুরাতে পাত্র পূর্ণ করিয়াছিল ;
বিশুদ্ধ মৃগনাভি ও গুলাব সুবাসে তার সমকক্ষ হইতে পারে না।
কেহ যেন আমাকে তার পদাঙ্গুলীর অঙ্গুরীয় করে, এই বাসনায় যে,
এদিকেতো বিশুদ্ধ রৌপ্য চন্দ্রমা, ওদিকে বিশুদ্ধ সবিতা।
ঐ অরুণরঞ্জিত মধুর অধরচুম্বনের মধুরতা জিজ্ঞাসা করিওনা ইহা হেন মধুর ;
কেহ যেন বিশুদ্ধ বারি লইয়া বিশুদ্ধ মধুপাত্র খুলিয়া দিয়াছে।
আমার ক্ষতবিক্ষত অন্তঃকরণ কেন সুস্থ হইবে না,
স্নিগ্ধকর মোমীআই রূপ তোমার কৃষ্ণতিল চুম্বন করিতেই পাইয়াছি
অম্বরে সুবাসিত তোর কুন্তল বাসের তুল্য উহা কখনই হইবে না,
সহস্র বিশুদ্ধ অম্বর যেখান হইতেই "জফর" আনয়ন করাউকনা রে অবগুণ্ঠীতে।

:*:-

غزل

بلائیں زلفِ جاناں کی اگر ایتے تو هم لیتے -
بلا یہ کون لیتا جان پر لیتے تو هم لیتے *
نہ لیتا کوئي سودا مول بازارِ محبت کا -
مگر جان نقد اپني بیچ کر لیتے تو هم لیتے *
اُسے کیا هے غرض جو بے سبب ڈهونڈتا پهرتا -
دلِ نا کام اپنے کي خبر لیتے تو هم لیتے *

جو ہوتا ہم سے ہم بستر بھلا کہہ تیرا کیا جاتا -

تڑپ کر کروٹیں شب بھر اگر لیتے تو ہم لیتے *

لگایا جام ہونٹھوں سے جو اسنے مجھکو رشک آیا -

کہ بوسہ اس کے لبوں کا اے ظفر لیتے تو ہم لیتے *

-:*:-

গজল

বলাএঁ জুল্‌ফ-এ-জানাঁকী অগর লেতে তো হম লেতে,

বলা য়হ কৌন লেতা জান পর লেতে তো হম লেতে।

ন লেতা কোই সৌদা মোল বাজার-এ-মুহব্বত কা,

মগর জান নকদ্ অপনী বেচকর লেতে তো হম লেতে।

উসে ক্যায়হৈ গরজ জো বেসবব ওহ ঢূঢ়তা ফিরতা,

দিল-এ-নাকাম অপনে কী খবর লেতে তো হম লেতে।

জো হোতা হমসে হমবিস্তর ভলাকহ তেরা ক্যা যাতা,

তড়প কর করওটেঁ শবভর অগর লেতে তো হম লেতে।

লগায়া জাম হোটোঁ সে জো উসনে মুঝকো রিশ্‌ক আয়া,

কি বোসা উসকে লবোঁকা ঐ "জফর" লেতে তো হম লেতে।

-:*:-

অনুবাদ

প্রিয়তমার কুন্তলের বালাই যদি নেয়, তো আমি নেই ;

কে হেন আপদকে প্রাণেতে নেয়, নেয় তো আমি নেই।

প্রেমবাজারের পণ্য দ্রব্য কেহই ক্রয় করে না

কিন্তু নিজমন নকদ বিক্রয় করিয়া ক্রয় করিতো আমি ক্রয় করি।

কি উদ্দেশ্যে অকারণে সে ঘুরিতে ফিরিতেছে,

অকিঞ্চিৎকর হৃদয়ের সংবাদ নেয় তো আমি সংবাদ নেই।

আমার সঙ্গে শয়ন করিলে, ভাল—বল্ তোর কি যায়,

ছট্‌ফট্ করিয়া সারানিশি পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে থাকে তো আমি করিতে থাকি।

সে যে অধরে সুরাপাত্র ঠেকাইয়াছিল ইহাতে আমার ঈর্ষা হইয়াছে,

হে "জফর" তাহার অধর যদি চুম্বন করে তো আমি চুম্বন করি।

——:*:——

ر

غمِ دل کس سے کہوں کوئی بھي غمخوار نہیں   غمِ فرقت کے سوا

اور اگـــر پوچھے کــوئي قــابل اظہــار نہیں   چپکا رهنا هے بھلا *

زلف کے پیچ سے چھٹ سکتا نہیں کوئي دل   اور یه پیچ پــه پیچ

کون ســا دل هے که اُس میں گرفتار نہین   هے عجب دامِ بــلا *

سیکڑوں هیں جــگر افــگار هزاروں دلِ ریش   تیرے هاتھوں لیکن

پاس تــیرے کوئي خنجر کوئي تلوار نہیں   هاں مگر ناز و ادا *

کیا تیرے چشمِ سیه مست کي کیفیت هے   که جہاں هے بدمست

جسکو اب دیکھو وه بیہوش هے هوشیار نہیں   اے بتِ هوشربــا *

مــر میٹے خاکِ درِ یــار پــه عشاق ظــفر   کــه جو هونا سو هو

اُٹھه کے اب جائیں کہــاں طاقتِ رفتار نہیں   مثلِ نقشِ کفِ پا *

——:*:——

মুস্তজাদ্

গম্-এ-দিল কিস্ সে কহুঁ কোই ভী গম্‌খোআর নহীঁ
গম-এ-ফুর্কতকে সিওয়া ;
ঔর অগর পূছে কোই কাবিল-এ-ইজহার নহী
চুপকা রহনা হৈ ভালা।
জুল্‌ফ কে পেচ সে ছুট সকতা নহীঁ কোই দিল
ঔর য়হ পেচ প পেচ ;
কৌন সা দিলহৈ কি উস্‌মে গিরফ্‌তার্ নহীঁ
হৈ অজব্ দাম-এ-বলা।
সৈকড়োঁ হৈঁ জিগর্ -এ-অফ্‌গার হজারোঁ দিল রীশ
তেরে হাথোঁ লেকিন্
পাস তেরে কোই খন্‌জর কোই তরওয়ার নহীঁ
হাঁ মগর্ নাজ ও অদা।
ক্যা তেরে চশ্‌ম-এ-সিয়া মস্তকী কৈফিয়ত্ হৈ
কি জহান্ হৈ বদমস্ত,
জিস্‌কো অব্ দেখো ওহ্ বেহোশ্ হৈ হুশিয়ার নহীঁ
ঐ বুত-এ-হোশ্‌রুবা।
মর মিটে খাক্-এ-দর-এ-য়ার প উশ্‌শাক্ "জফর"
কি জো হোনা সো হো,
উঠকে অব্ জায়েঁ কহাঁ তাকত্-এ-রফ্‌তার্ নহীঁ
মসল-এ-নক্‌শ-এ-কফ-এ-পা

-:*:-

অনুবাদ

অন্তর বেদন কাহাকে জানাইব দুঃখের দুঃখী কেহই নাই
বিরহ বেদন ব্যতীত।

আর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, প্রকাশ করা সঙ্গত নহে
নীরব থাকাই শ্রেয়।

কুন্তলের ফাঁস হইতে কোন হৃদয়ই মুক্ত হইতে পারে না
ফাঁসের উপর ফাঁস,

হেন কোন্ হৃদয় আছে যাহা তাহাতে জড়িত নহে
আপদের অদ্ভুত ফাঁদ।

তোর মনোহর উন্মত্ত চক্ষুর কি অবস্থা
যেন জগৎ উন্মত্ত,

যাহাকে দেখিস্ সে অজ্ঞান হইয়া যায় জ্ঞান থাকে না
অরে সুন্দরি, জ্ঞানহারিণি।

শত শত ক্ষত হৃদয়ে হইয়াছে, বহু সহস্র আঘাত অন্তরে লাগিয়াছে
তোর হাত হইতে, কিন্তু—

তোর নিকট কোন ছুরিকা ও তরবার নাই
আছে ঠাট ঠমক।

প্রেমিক "জফর" মরিয়া বধূর দ্বারের ধূলার সহিত মিলিয়াছে
যাহা হইবার তাহাই হউক

এখন উঠিয়া কোথায় যাই, চলৎ শক্তিহীন—
পদচিহ্ন স্বরূপ।

-:*:-

غزل

سب کارِ جہان ہیچ ہے سب کارِ جہان ہیچ -
اس ہیچ سے اُمید ہے اے ہیچ مدان ہیچ *

جن نامورون کے کہ جہان زیرِ نگین تھا -
اب ڈھونڈھے تو اُنکا ہے کہاں نام و نشان ہیچ *

مانندِ حباب ایک نفس میں ہے خرابي -
اِس منزلِ فاني میں ہے بنیادِ مکان ہیچ *

ایک عمر رہے مایۂ دنیا سے گراں بار -
آخر کو جو دیکھا تو بجز بارِ گراں ہیچ *

اِس باغ میں تھوڑي سي بہار اور اسپر -
اے نوگلِ خندان مجھے تشویش خزاں ہیچ *

ہو جنس تنگ یہ ھستي کے نہ خواھاں -
یہ جنسِ یہ بازار یہ گوھر یہ دکان ہیچ *

آوازِ طرب گوشِ دل محو فنا سے -
جز نالہ و فریاد و بجز آہ و فغان ہیچ *

جو ہوني ھي ہوگیي نہیں امکان کہ نہو وے -
پھر فکر سے کیا فائدہ غیر از خفقان ہیچ *

کیا دیکھیں ظفر خانۂ ھستي کا تماشا -
اس وھم کدا میں ہے بجز وھم و گمان ہیچ *

———:*:

গজল

সবকার-এ-জহান হীচ্ হৈ সব কার-এ-জহান হীচ্ ;
ইস হীচ্‌সে উমেদ হৈ ঐ হীচ্‌মদান্ হীচ্ ।
জিন্ নামওয়রোঁকে কি জহান জের এ-নগীন থা,
অব ঢোঁঢে তো উন্‌কাহৈ কহাঁ নাম ও নিশান হীচ্
মানিন্দ-এ-হবাব এক নফ্‌স মেঁ হৈ খরাবী,
ইস্ মন্‌জল-এ-ফানী মেঁ হৈ বুনিয়াদ-এ-মুকান হীচ্ ।
এক উমর রহে মায়া-এ-দুনিয়াসে গিরাঁবার,
আখিরকো জো দেখা তো বজুজ্ বার-এ-গিরাঁ হীচ ।
ইস্ বাগমেঁ থোরাসী বহার ঔর ফির উসপর—
ঐ নৌ গুল-এ-খন্দান মুঝে তশোইশ-এ-খিজাঁ হীচ ।
হো জিন্‌স-এ-তনিক য়হ্ হস্তীকে ন খোয়াহাঁ,
য়হ জিন্‌স্ য়হ বাজার, য়হ গৌহর, য়হ দুকান হীচ ।
আওয়াজ-এ-তরব গো-শ-এ-দিল-এ-মহ্ ফনা সে ।
জুজ নালা ও ফরিয়াদ ও বজুজ্ আহ্ ও ফুগান হীচ্ ।
জো হোনী হী হোগী নহীঁ ইম্‌কান্ কি নহো ওএ,
ফির ফিকরসে ক্যা ফা’ এদা গৈর আজ খফকান্ হীচ
ক্যা দেখেঁ “জফর” খানা-এ-হস্তীকা তমাশা,
ইস ওহম্ কদা মেঁ হৈ বজুজ্ ওহম ও গুমান্ হীচ্ ।

—:*:

অনুবাদ

ধরাতলের সব কাজই তুচ্ছ, জগতের সব কাজই বৃথা ;
রে মূঢ় এই তুচ্ছ হইতেই আশা ভরসাও তুচ্ছ।
এই ধরণী যে খ্যাতনামাগণের আয়ত্তে ছিল,
এখন তাঁহাদের নাম ও চিহ্ন অনুসন্ধান করা যায় তো কোথাও
—কিছুই নাই।
বুদ্‌বুদের ন্যায় যে এক নিশ্বাসে বিনষ্ট হয়,
এই হেন নশ্বর স্থানে গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা বৃথা।
সারা জীবন জগতের ধনরত্নে ভারগ্রস্ত,
অবশেষে যাহা দেখিলাম ভারবোঝা ব্যতীত কিছুই না।
এই কাননে বসন্ত ঋতু অল্প মাত্র স্থায়ী, আবার তার উপর—
হে নববিকসিত প্রসূন নষ্টশীল ঋতুর জন্য আমার দুর্ভাবনা বৃথা
ধরাতলের দ্রব্য সামগ্রীর কিছুমাত্র অভিলাষী হইও না,
এই দ্রব্য সামগ্রী, এই বাজার, এই রত্নরাজি, এই বিপণি অসার।
হৃদয়-কর্ণে নষ্টশীল উল্লাসের রব,
রোদন, আর্ত্তনাদ, দীর্ঘ নিশ্বাস ও বিলাপ ব্যতীত কিছুই না।
যাহা হইবার হইবে, না হইবার কি শক্তি আছে,
চিন্তা করিয়া কি লাভ—বৃথা অনিদ্রাই ছার।
জগতের রঙ্গ কি দেখিলাম "জফর"
এই কল্পিত স্থানে কল্পনা ও অনুমান ব্যতীত কিছুই নাই।

غزل

جو تماشا دیکھنے کے تھے آئے ہوے -

کچھہ ندیکھا پھر چلے آخر وہ پچھتائے ہوے *

فرشِ مخمل پر بھي مشکل سے جن ھیں آتا تھا خواب -

خاک پر سوتے ھیں اب وہ پانؤ پھیلائے ھوے *

جو مہیائے فنا ھستي میں ھیں مثلِ حباب -

ھوتے ھیں اول ھي سے پیدا وہ کفنائے ھوے *

غنچے کہتے ھیں کہ ھوگا دیکھے کیا اپنا رنگ -

جب چمن میں دیکھتے ھیں پھول کھلائے ھوے *

غافلو اس اپني ھستي پر کہ ہے نقشِ بر آب -

موج کے مانند کیوں پھرتے ھو بل کھائے ھوے *

بے قدم نقشِ قدم کب بیٹھہ سکتا کہ ھم -

آپ سے بیٹھے نہیں بیٹھے ھیں بٹھلائے ھوے *

اے ظفر بے آبِ رحمت اُسکے کیونکر بجھہ سکے -

نفسِ سرکش کے جو یہ شعلہ ھیں بھڑکائے ھوے *

-:*:-

গজল

জো তমাশা দেখনে দুনীয়াকে থে আয়ে হোএ,
কুছ নদেখা ফির চলে আখির ওহ পচতায়ে হোএ।
ফরশ-এ-মখমল পরভী মুশকিলসে জিনহেঁ আতাথা খোঁআব,
খাক পর সোতে হৈঁ অব ওহ পাঁউ ফৈলায়ে হোএ।
জো মুহীয়ায়ে ফনা হস্তী মেঁ হৈ মসল-এ-হবাব,
হোতে হৈ আউলহী সে পৈদা ওহ্ কফনায়ে হোএ।
গুঞ্চে কহতে হৈঁ কি হোগা দেখে ক্যা অপনা রঙ্গ্।
জব চমন মেঁ দেখ্তে হৈ ফুল খিলায়ে হোএ।
গাফিলো ইস অপনী হস্তী পর কি হৈ নকৃশ-এ-বর আব্
মৌজ কে মানিন্দ ক্যোঁ ফিরতে হো বলখায়ে হোএ।
বে কদম্ নকশ-এ-কদম কব বৈঠ সকতা হৈ কি হম্
আপসে বৈঠে নাহিঁ বৈঠে হৈঁ বঠলায়ে হোএ।
ঐ "জফর" বে আব-এ-রহমত উসকে ক্যোঁকর বুঝ সকে,
নফস্-এ-সরকশকে জো য়হ শুলা হৈঁ ভড়কায়ে হোএ

-:*:-

অনুবাদ

জগতের যে রঙ্গ দেখিবার জন্য সে আসিয়াছিল,
কিছুই দেখেনাই ফিরিয়া গিয়াছে অবশেষে পস্তাইয়াছে।
মখ্‌মলের শয্যাতেও যাহার কষ্টে নিদ্রা হইত,
এখন সে পা ছড়াইয়া মাটিতে শয়ন করিতেছে।
নশ্বর ধরাতলের ধন রত্ন বুদ্‌বুদের মত,
প্রথম হইতেই তাহাতে মৃত্যুকালীন পরিধেয় বেশ উদ্ভব হয়
কুসুম-কলিকাগুলি কহে দেখি নিজবর্ণ কিরূপ হয়,
যখন মালঞ্চে ফুল ফুটিয়াছে দেখিতে পায়।
রে অসাবধান-জলের লিখন-স্বরূপ স্বীয় অস্তিত্বের উপর—
তরঙ্গের ন্যায় কেন আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছ।
পদহীন পদচিহ্ন কখন বসিতে পারে, আমি—
নিজ হইতে বসি নাই, বসিয়াছি বসাইয়াছে বলিয়া।
রে "জফর" তাহার দয়া-বারি ব্যতীত কিরূপে নিবিতে পারে—
পাপের এই যে অবাধ্য অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছে।

-:*:-

غزل

عشق کے میدان میں ہم نے دیا سرکتا -
جو قدم آگے بڑھا پھر نہ وہ پیچھے ہٹا *

دیکھ تے ہي عشق کو عقل گئي ست پتا -
دل کو مرے آفریں یہ جو ڈاٹا تو ڈاٹا *

تیغ نگہ کو ذرا تونے جو چمکا دیا -
بھول گئي دیکھ کر برق ہلا نا پٹا *

عارضِ پُر نور پر کھول جو دي تونے زلف -
میں نے یہ جانا کہ ہے رات بڑھي دن گھٹا *

عشق کي دولت ہے درد کون لے کسکو دوں -
یہ نہ کس سے بٹي اور کسي سے بٹا *

پھرتا ہے جوگي بنا تیرے لئے آفتاب -
خطِ شعاعي نہیں سر پہ کھلي ہے جٹا *

چشم کو ہے ترے کام جب سے پڑا سرمہ سے -
زہر بھري ہر نگہ سانپ ہے پتھر چٹا *

دامن و جیب اے ظفر چاک ہوتا ہو رفو -
دل نہیں جاتا سیا یہ جو پھٹا تو پھٹا *

———:o:———

গজল

ইশ্‌ককে মৈদান মেঁ হমনে দিয়া সির কটা,

জো কদম আগে বঢ়া পীছে ন হটা।

দেখতেহী ইশ্‌ককো অকল গয়ী সিটপটা,

দিলকো মেরে আফ্রীঁ য়হ জো ডাটা তো ডাটা

তেগ-ত্র-নিগহকো জরা তুনে জো চমকা দিয়া,

ভুল গয়ী দেখকর বর্ক হিলা না পটা।

আরিজ-এ-পুর নূর পর খোল জো দি তুনে জুলফ্‌

মৈঁনে য়হ্‌ জানা কি হৈ রাত বঢ়ী দিন ঘটা।

ইশ্‌ককী দৌলত হৈ দর্দ কৌন লে ঔর কিস্‌কো দোঁ,

য়হ ন কিস্‌সে বটী ঔর কিস্‌সে বটা।

ফিরতা হৈ যোগী বনা তেরে লিয়ে আফ্‌তাব্‌,

খত্‌-এ-শু' আ' ই নহিঁ সিরপর খুলী হৈ জটা।

চশ্‌ম কো হৈ তেরে কাম জবসে পড়া সুরমা সে

জহর ভরী হর নিগা সাঁপ হৈ পত্থরচটা।

দামন ও জেব্‌ অয় "জফর" চাক হো তো হো রফু

দিল নহিঁ জাতা সীয়া জো ফটা তো ফটা।

———:*:———

অনুবাদ

প্রেমের সমর-প্রাঙ্গণে আমি শিরশ্ছেদ করাইয়াছি।
যে পদ সম্মুখে অগ্রসর করিয়াছি তাহা পশ্চাতে হটাই নাই।
প্রেমকে দেখামাত্রই বুদ্ধি বিচলিত হইয়াছে,
আমার মনকে প্রশংসা করি, সে যে দৃঢ় হইয়াছে তো দৃঢ়ই রহিয়াছে।
ভ্রূ তরবারিকে তুই যে অল্পমাত্র চম্‌কাইয়াছিস্
তার চমক দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছি, হাতের মুষল নড়ে নাই।
প্রদীপ্ত মুখের উপর তুই যে কুন্তলদাম আলুলায়িত করিয়াছিস্,
বুঝিলাম—রজনী বাড়িয়াছে, আর দিন ছোট হইয়াছে।
বেদনা হইল প্রেম-সম্পত্তি, কে বা লইবে আর কাহাকে বা দিব,
ইহা কাহারও সঙ্গে ভাগ করা হয় নাই আর ভাগ হইবারও নহে।
তোর জন্য যোগী হইয়া দিবাকর ফিরিতেছেন,
তাঁর শিরোপরি রশ্মি জাল নহে—আলুলায়িত জটা।
যখন হইতে তোর চোখে সুরমা দিয়াছিস্
বিষে ভরা চক্ষুদুটি কালসর্প হইয়াছে।
রে "জফর" বসন ছিন্ন হইলে সিলাই করা যায়
হৃদয় সিলাই করা যায়না, ইহা ছিন্ন হইয়াছে তো ছিন্নই হইয়াছে।

:o:—

غزل

میں هي دیوانه فقط کیا ترے نقشه پر هوا -

اے پري نقــاش کا بهي نقشهٔ دیگر هوا *

دل مرا تها غم کا گهر اے دلبر نازکِ بدن

جبکه ترا تیــر آیــا اور گهر میں گهر هوا *

تُو تو هے نازک زیاده گل سے بهي اے نازنین -

پــر خدا جانے ترا دل سخت کیوں پتهر هوا *

جسکو اے ساقي دکهایا تونے اپني چشمِ مست -

پهر نــه وه میکش کبهی منتِ کشِ ساغر هوا *

بس گیا بستر په جسم زار اک بستر کا تار -

تیرا بــیمارِ محبت سے اس قدر لاغر هوا *

هم نے جانا تها کشش دل کي اُسے لائیگي کهینچ -

اس کشش سے تو کشیده اور وه دلبر هوا *

فی الحقیقت وه بڑے هیں جو سمجهه تے هیں برا -

اے ظفر اُسکي طرف سے جو هوا بهتر هوا *

———:O:———

গজল

মৈঁহী দিওয়ানা ফকত ক্যা তেরে নক্‌শা পর হোআ,
অয় পরী নক্কাশ কা ভী নকশা-এ-দিগর হোআ।
দিল মেরা থা গমকা ঘর অয় দিলবর নাওক-এ-ফগন্
জব্‌কি তেরা তীর আয়া ঔর ঘরমেঁ ঘর হোআ।
তু তো হৈ নাজুক জ্যাদা গুলসে ভী অয় নাজনীন,
পর খুদা জানে তেরা দিল সখত্‌ কোঁ্যা পথর হোআ।
জিসকো অয় সাকী দেখায়া তুনে অপনী চশম-এ-মস্ত,
ফির ন ওহ মৈকশ কভী মিন্নত-এ-কশ-এ-সাগর হোআ।
বন গিয়া বিস্তর প জসম-এ-জার এক বিস্তর কা তার
তেরা বীমার-মহব্বত সে ইস কদর লাগর হোআ।
হমনে জানা থা কশিশ দিল কি উসে লায়েগী খাঁচ,
ইস কশিশ সে তো কশীদা ঔর ওহ্‌ দিলবর হোআ।
ফিল হকীকত্‌ ওহ্‌ বুরে হৈঁ জো সমঝ্‌তে হৈঁ বুরা,
অয় "জফর" উসকী তরফ সে জো হোআ বেহতর হোআ

-:০:-

অনুবাদ

শুধু আমিই কি তোর চিত্রে উন্মত্ত হইয়াছি
হে সুন্দরি চিত্রকরের রূপও অন্যপ্রকার হইয়াছে
আমার হৃদয় দুঃখের আগার ছিল রে মোহিনি ধনুর্ধারিণি,
যখন তোর বাণ আসিয়া গৃহ অধিকার করিয়াছে।

হে তম্বি—তুইতো কুসুম হইতেও কোমল,

কিন্তু ভগবান্ জানেন, তোর হৃদয় কেন প্রস্তরের ন্যায় কঠিন।

রে সাকী তুই যাহাকে তোর মদমত্ত নয়ন দেখাইয়াছিস্,

সেই সুরাপায়ী পুনঃ কখনও মদিরার প্রার্থী হয় নাই।

শয্যাগত বিলাপীর দেহ শয্যার একটী সূত্রবৎ হইয়াছে,

তোর প্রেমের রোগে হেন রূপ ক্ষীণ হইয়াছি।

আমি ভাবিয়াছিলাম হৃদয়ের আকর্ষণে তাহাকে টানিয়া আনিবে,

এই আকর্ষণে তো প্রিয়তমা আরও বিরক্ত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে যে মন্দ ভাবে সেই মন্দ,

হে "জফর" তাহার দ্বারা যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে।

غزل

دے دیا دل اور نہیں یہ یاد وہ کسکو دیا -

عشق کو کہودے خدا اُس نے جہاں سے کھو دیا *

تیر اُس ناوکِ فگن نے جب لیا دل سے نکال -

زخمِ دل نے چارہ گر ناچار ہوکر رو دیا *

خواہ وہ داغِ جنوں ہے خواہ کوئی اشکِ خون -

ہم نے سر آنکھوں پہ رکھا عشق تونے جو دیا *

عرصۂ یکدم پہ دریا میں ابھرتا ہے حباب -

ہستیٔ موہوم نے کیا اسکو دم دے کھو دیا *

دیکھنا رنگِ محبت کیا دیکھاتا ہے بہار -

تختۂ دامن پر اشکِ خون نے لالہ بو دیا *

میرے گریا نے ندھویا دل کا مرے یک داغ -

اور دل سے یار کے حرفِ محبت دھو دیا *

چاہے دلداری کرے چاہے دل آزاری کرے -

اے ظفر اس دلربا کو ہم نے دل ابتو دیا *

-:o:-

গজল

দে দিয়া দিল ঔর নহীঁ যহ ইয়াদ ওহ কিসকো দিয়া,

ইশ্‌ককো খোদে খুদা উসনে জহান সে খো দিয়া।

তীর উস নাওক-এ-ফগন নে জব লিয়া দিলসে নিকাল,

জখম-এ-দিলনে চারা গর নাচার হোকর রো দিয়া।

খোঁআ ওহ্ দাগ-এ-জুনূন হৈ খোঁআ কোই অশ্‌ক-এ-খুন,

হমনে সর-এ-আঁখোঁ প রখা ইশক তুনে জো দিয়া।

অরসা-এ-য়েকদম প দরীয়ামেঁ উভরতাহৈ হবাব্,

হস্তী-এ-মৌহূম্ নে ক্যা ইসকো দমদে খো দিয়া।

দেখনা রঙ্গ-এ-মহব্বত ক্যা দেখাতা হৈ বহার,

তখতা-এ-দামন পর অশ্‌ক-এ-খুননে লালা বু দিয়া।

মেরে গিরীয়ানে নখোইয়া দিলকা মেরে য়েক দাগ
ঔর দিলসে ইয়ারকে হরফ-এ-মহব্বত ধো দিয়া।
চাহে দিলদারী করে চাহে দিল আজারী করে,
অয় "জফর" উস দিলরুবা কো হমনে দিল অবতো দিয়া

-:o:-

অনুবাদ

মন দিয়াছি আর ইহা স্মরণ নাই কাহাকে যে তাহা দিয়াছি।
হে ভগবান্ প্রেমকে খোয়াইয়া দে, জগৎ হইতে সে আমাকে খোয়াইয়া দিয়াছে।
ধনুর্দ্ধারী যখন হৃৎপিণ্ড হইতে তীর বাহির করিল
ক্ষত হৃদয় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় রোদন করিয়াছে।
উহা উন্মত্তগণের চিহ্নই হউক অথবা রুধিরের অশ্রুবিন্দু,
আমি চক্ষুতে* তুলিয়া রাখিয়াছি প্রেম তুই যাহা দিয়াছিস্।
নিমেষে সাগরে বুদ্ বুদ্ উৎপন্ন হয়,
কল্পিত অস্তিত্বে তাহা ফুৎকারে খোয়াইয়া দেয়।
দেখ প্রেমের বর্ণ কি শোভা দেখাইতেছে,
পুষ্পশয্যাপ্রান্তে রুধিরঅশ্রুবিন্দু"লালা" পুষ্পবপন করিয়াছে।
আমার রোদনে হৃদয়ের একটী দুঃখচিহ্নও ধুইয়া ফেলে নাই,
বঁধুর অন্তর হইতে প্রীতির অক্ষর ধুইয়া ফেলিয়াছে।
চায় প্রেমই করে, বা প্রাণই জ্বালাতন করে
রে "জফর" ঐ প্রিয়তমাকে এখন তো আমি প্রাণ সঁপিয়াছি।

* অত্যন্ত যত্নের সহিত রাখা।

غزل

کسیکو هم نے یہاں اپنا نه پایا - جسے پایا اُسے بےگانه پایا *

کہاں ڈھونڈھا اُسے کس جا نه پایا - کوئي پر ڈھونڈ نے والا نه پایا *

اُڑا کر آشیاں صر صر نے میرا - کیا صاف اس قدر تنکا نه پایا *

اُسے پایا نہیں آسان هم نے - نه جب تک آپ کھویا نه پایا *

دوۓ دردِ دل میں کس سے پوچھوں - طبیبِ عشق کو ڈھونڈا نه پایا *

ظفر دل جانے یا هم کون جانے - كه پایا اُس میں کیا اور نه پایا *

———:o:———

গজল

কিসীকো হামনে ইহাঁ অপনা ন পায়া ;
জিসে পায়া উসে বেগানা পায়া।

কহাঁ ঢুঁঢা উসে কিস্ জা ন পায়া ;
কোয়ী পর ঢোঁডনে ওয়ালা ন পায়া।

উড়াকর আশিয়ান সর্ সর্ নে মেরা
কিয়া সাফ্ ইস্ কদর তিন্‌কা ন পায়া।

উসে পায়া নহীঁ আসান্ হমনে,
ন জব তক আপকো খোয়া ন পায়া।

দওয়ে দর্দ-এ-দিল মৈঁ কিস্ সে পূছোঁ,
তবীব-এ-ইশ্‌ক কো ঢোঁডা ন পায়া।

"জফর" দিল জানে য়া হম্ কৌন জানে,
কি পায়া উস্‌মেঁ ক্যা ঔর ক্যা ন পায়া।

অনুবাদ

আমি কাহাকেও এখানে আমার পাইলাম না,
যাহাকেই পাইয়াছি তাহাকে পর পাইয়াছি।
কতখানে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছি কোথাও পাইলাম না,
কিন্তু অনুসন্ধানকারী কাহাকেও পাইলাম না।
আমার বাসস্থান বায়ুতে উড়াইয়া—
পরিষ্কার করিয়াছে এক তৃণও পাইলাম না।
তাহাতে আমি শান্তি লাভ করি নাই।
যে পর্য্যন্ত আমি নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছি
আর পাইলাম না
হৃদয়-ব্যথার ঔষধ আমি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব,
প্রেম-চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিয়াছি পাইলাম না।
"জফর"—আমি কি জানি, অন্তঃকরণ জানে,
সেখানে যে কি কি পাইয়াছে, আর কি পায় নাই।

.o:-

غزل

کیا ھوا اگر تیرے رخسار کو ھم چومتے ھیں -
جو مسلمان ھیں وہ قرآن کو صنم چومتے ھیں *
جوشِ وحشت میں جو میں اپنے بڑھاتا ھوں قدم -
خار صحرا کے جنون میرے قدم چومتے ھیں *

لیکے یک شب تیری زلفوں کی بلائیں ہر روز -

هاتهه هم اپنے ترے سر کا قسم چومتے هیں *

حرف مطلب کا نه مٹ جاے خطر هے قاصد -

خط کو هم یار کے با دیدۂ نم چومتے هیں *

کچهه تو آتا هے مزا یه جو میرے زخمِ جگر -

کهولکر منه لبِ شمشیرِ الم چومتے هیں *

کاٹیں هونٹهه اپنے نکیوں هم که لبِ ساغر سے -

منه کو مے نوش ترے هاے ستم چومتے هیں *

جاکے کیا کعبه میں چومیں حجرالاسود کو -

اے ظفر سنگِ درِ یار کو هم چومتے هیں *

———:*:———

গজল

ক্যা হোআ অগর তেরে রুখসার কো হম চুমতে হৈঁ,

যো মুসলমান হৈঁ ওহ্ কুরানকো সনম্ চুমতে হৈঁ।

জোশ-এ-ওহশত মেঁ জো মৈঁ অপনা বঢ়াতা হো কদম্,

খার-এ-সহর ঐ জুনূন্ মেরে কদম্ চুমতে হৈঁ।

লেকে এক শব্ তেরী জুলফোঁকী বলায়ে হর্ রোজ

হাথ হম্ অপনে তেরে শিরকা কসম্ চুমতে হৈঁ।

হরফ্ মত্লব্কা ন মিট জায়ে খতর্ হৈ কাসিদ্,

খত্কো হম ইয়ারকে বা দীদা-য়ে-নম্ চুমতে হৈঁ।

কুছতো আতা হৈ মজা য়হ জো মেরে জখম-এ-জিগর,

খোলকর মুহ্ লব-এ-শম্শের-এ-অলম্ চুমতে হৈঁ।

কাটেঁ হোঁঠ অপনে নক্যোঁ হম কি লবে সাগর,
মুহ্ কো মৈনোশ তেরে হায় সিতম্ চুমতে হৈঁ।
জায়ে ক্যা ক'অবা মেঁ চুমেঁ হজরুল্‌অসৌউদ্ কো,
অয় "জফর" সঙ্গ-এ-দর-এ-ইয়ার কু হম চুমতে হৈঁ।

-:*:-

অনুবাদ

কি আসেযায় যদি আমি তোর কপোল চুম্বন করি ;
প্রিয়তমে মুসলমান যে, সে কুরান চুম্বন করে।
উত্তেজনা-বশে আমি যে পদ অগ্রসর করিতেছি,
রে উন্মত্ত অরণ্যের কণ্টক আমার পদচুম্বন করিতেছে।
এক নিশি তোর কুন্তলের বালাই লইয়া তোর মাথার দিব্য
প্রত্যহ আমি নিজ হস্ত চুম্বন করিতেছি।
পত্রবাহক কাজের কথা মুছিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে,
জলভারাক্রান্ত চক্ষে আমি বঁধুর লিপি চুম্বন করিতেছি।
কিছু তো রস পাওয়া যাইতেছে আমার এই হৃদয়ের ক্ষত যে,
মুখ মেলিয়া উত্তোলিত তীক্ষ্ণধার তরবার চুম্বন করিতেছে।
কেন আমি নিজ অধর দংশন করিব না, হায় নিষ্ঠুর সুরাপায়ী,
তোর অধর মদিরা পাত্রের সহিত চুম্বন করিতেছে।
মক্কার ভজনালয়ে যাইয়া "কৃষ্ণপ্রস্তর"*কে কি চুম্বন করিব,
রে "জফর" আমি বঁধুর দ্বারদেশস্থ প্রস্তর চুম্বন করিতেছি

* মক্কার প্রসিদ্ধ "ভজনালয়" ক'অবা" শরীফের মধ্যে "হজরুলঅসৌদ্" নামে খ্যাত একটী কৃষ্ণবর্ণ-পাষাণ খণ্ড আছে। উহা স্পর্শ করিলে পাপ ক্ষয় হয়—এইরূপ মুসলমানদের ধারণা।

غزل

عجب اس عشق کے دریا کا هم نے ماجرا دیکھا -

بڑا تیراک اسے دیکھا جسے ڈوبا هوا دیکھا *

هوے جب ذائقه سے موت کے هم آشنا تجھه بن -

کہا ناصح نے تو هم نے محبت کا مزه دیکھا *

ڈبویا آشنائي نے همیں جسکي آسے هم نے -

نه دیکھا آشنا دیکھا تو بس ناآشنا دیکھا *

نه دیکھا آئینه کي شکل میں صوفي نے وه هرگز -

تماشا هم نے جو دل کرکے اپنا پر صفا دیکھا *

کبھي محل یاں اور دیکھے آنمیں آبادي -

کبھي دیکھي خرابي اور اک ویرانه سا دیکھا *

چراغ و شمع میں کیا برق میں کیا اور شرر میں کیا -

جہاں دیکھا وهاں اک جلوه تیرے نور کا دیکھا *

کیا کیا گیا گذر عالم ظفر آنکھو کے آگے سے -

کہیں کیا هم نے جریاں مثل چشم نقش پا دیکھا *

-:*:-

গজল

অজব্ ইস্ ইশ্ককে দরিয়াকা হম্নে মাজ্রা দেখা ;
বড়া তৈরাক্ উসে দেখা জিসে ডুবা হোআ দেখা।
হোএ জব্ জায়িকাসে মৌতকে হম্ আশ্না তুঝ্ বিন্,
কহা নাসিহ্নে তো হমনে মুহব্বতকা মজা দেখা।
ডবোয়া আশ্নায়ীনে হমেঁ জিসকী আসে হম্নে,
নদেখা আশ্না দেখাতো বস্ না আশ্না দেখা।
নদেখা আইনাকী শকল্মেঁ সূফীনে ওহ্ হর্গিজ,
তমাশা হম্নে জো দিল করকে অপনা পুর্ সফা দেখা।
কভী দেখা মহলিয়াঁ ঔর দেখা উসমেঁ আবাদী,
কভী দেখী খরবী ঔর এক ওইরানা সা দেখা।
চিরাগ ও শমামেঁ ক্যা, র্বকমেঁ ক্যা, ঔর শররমেঁ ক্যা,
জঁহা দেখা ওহাঁ এক জলোয়া তেরে নূরকা দেখা।
গিয়া ক্যা ক্যা গুজর আলম "জফর" আঁখোকে আগে সে
কহীঁ ক্যা হমনে জোয়াঁ মসল-এ-চশম্ নক্শ পা দেখা।

-:*:-

অনুবাদ

এই প্রেমসাগরে আমি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি ;
সুনিপুণ সন্তরণকারীকে তথায় ডুবিয়া যাইতে দেখিয়াছি।
তুই বিনে যখন আমি মরণস্বাদের প্রেমিক হইয়াছি,
প্রকৃত বন্ধু বলিল যে, এতদিনে আমি প্রেমের রস পাইয়াছি

প্রীতি আমাকে ডুবাইয়াছে, যার আশায় আমি আছি,
প্রণয়ভাজন দেখি নাই, তার পরিবর্ত্তে অপ্রেমিক দেখিয়াছি।
দর্পণের আকৃতিতে সূফী কখনও উহা দেখে নাই,
সম্পূর্ণরূপে হৃদয় পরিষ্কার করিয়া যে রঙ্গ আমি দেখিয়াছি।
কখনও রাজনিকেতন দেখিয়াছি আর দেখিয়াছি জনপূর্ণ,
কখনও দেখিয়াছি ধ্বংসলীলা, আর দেখিয়াছি জনহীন স্থান
কি প্রদীপে, কি বিদ্যুতে, কি অগ্নিশিখায়—
যেখানেই দেখি সেখানেই তোর স্বর্গীয় উজ্জ্বল ভাতি দেখিয়াছি।
"জফর" চক্ষুর সম্মুখে কি কি ঘটনাস্রোত বহিয়া গিয়াছে,
যেখানেই অনুসন্ধান করিয়াছি পদচিহ্ন স্বরূপ দেখিয়াছি।

-:*:-

غزل

خارِ حسرت قبر تک دل میں کھٹکتا جائیگا -
مرغِ بسمل کے طرح لاشہ پھڑکتا جائیگا *

دیکھئے کبتک جوابِ خط سے آنکھیں شاد ہوں -
راستہ دیکھا نہیں قاصد بھٹکتا جائیگا *

جان جائیگي جو عشقِ عارضِ گل رنگ میں -
تختۂ تابوت مثلِ گل مہکتا جائیگا *

میں یہ کہتا ہوں کہ میري لاش پر اے دوستو -
اِک زمانہ دیدۂ حسرت سے تکتا جائیگا *

مر گیا هوں میں کسي کي حسرتِ دیدار میں -

قبر تک لاشہ بھي میرا راہ تکتا جائیگا *

سر کو میرے کاٹکر تشریف فرماینگے اپ -

خونِ دل قدموں پہ آنکھوں سے ٹپکتا جائیگا *

اے ظفر قایم رهے گي جب تلک اقلیم هند -

اختر اقبال اس گل کا چمکتا جائیگا *

-:*:-

গজল

খার-এ-হস্রত কবর তক দিলমেঁ খট্‌কতা জায়েগা,

মুর্গ-এ-বিসমলকে তরহ্ লাশা ফরকৃতা জায়েগা।

দেখিয়ে কব তক জোআব-এ-খত সে আঁখেঁ শাদ হোঁ,

রাস্তা দেখা নহিঁ কাসিদ্ ভট্‌কতা জায়েগা।

জান জায়েগা জো ইশ্‌ক-এ-আরিজ-এ-গুল্‌রঙ্গ মেঁ,

তখ্‌তায়ে তাবুত মসল-এ-গুল মহকৃতা জায়েগা।

মৈঁ য়হ কহতা হুঁ কি মেরী লাশ পর অয় দোস্তো,

এক জমানা দীদায়ে হস্রত সে তকৃতা জায়েগা।

মরগীয়া হুঁ মৈঁ কিসীকী হস্রত-এ-দীদার মেঁ,

কবর তক লাশা ভী মেরা রাহ তকৃতা জায়েগা।

সিরকো মেরে কাট কর তশরিফ ফরমায়েঙ্গে অপ্,

খুন-এ-দিল কদমোঁ প আঁখোঁসে টপকৃতা জায়েগা

অয় "জফর" কায়েম রহেগী জব তলক্ অক্লিম-এ-হিন্দ,

অখতর-এ-ইকবাল ইস গুলকা চমক্‌তা জায়েগা।

-:*:-

অনুবাদ

দুঃখের কণ্টক কবর পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে খটখট করিয়া যাইবে;

অর্দ্ধ ছিন্নকণ্ঠ কুক্কুটের ন্যায় দেহ ছটফট করিয়া যাইবে।

দেখা যাক কবে পর্য্যন্ত পত্রের প্রত্যুত্তরে নয়ন পুলকিত হয়,

পত্রবাহক পথ দেখে নাই পথ হারাইয়া যাইবে।

অরুণরঞ্জিত বদনের প্রেমে যে প্রাণ যাইবে,

শবাধার-কাষ্ঠ কুসুম যেন সুবাস ছড়াইয়া যাইবে।

হে বন্ধুগণ আমি অনুরোধ করিতেছি, আমার মৃতদেহের প্রতি—

একবার দুঃখময় নয়নে চাহিয়া যাইবে।

কাহারও অনুতপ্ত দৃষ্টিতে আমার প্রাণ গত হইয়াছে,

কবর পর্য্যন্ত আমার মৃতদেহ পথ তাকাইয়া যাইবে।

আমার শিরশ্ছেদ করিয়া আপনি আসিবেন,

হৃৎপিণ্ডের রুধির চক্ষুর দ্বারা বিন্দু বিন্দু হইয়া পদে পড়িবে।

রে "জফর" যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বর্ত্তমান থাকিবে,

এই প্রসূনের সৌভাগ্য-রবিও চমকিতে থাকিবে।

-:*:-

غزل

روز ہے اک غم نیا میرے دلِ غمناک میں -
روز ہے ایک چاکِ تازہ سینۂ صد چاک میں *

اُنکو انجم مت سمجھنا میرے تیرِ آہ سے -
ہو گئے روزن ہیں یکسر سینۂ افلاک میں *

اشکِ خونِ مژگاں سے ہیں اِسطرح سے لپٹے ہوے -
لگ رہي جسطرح ہو آتش خس و خاشاک میں *

پردۂ مینا سے تو جلدي نکل اے دخترِ رز -
دیکھه تو بیٹھے ہیں کب سے مست تیري تاک میں *

اُسکے رخسارِ مصفا کي جو دیکھے آب و تاب -
ملگئي بس آئینہ کي آبرو سب خاک میں *

عشق کے دریا میں تیرے کون عاشق کے سوا -
اے ظفر اتني کہاں طاقت کسي تیراک میں *

-:*:-

গজল

রোজ হৈ এক গম নয়া মেরে দিল-এ-গমনাক্ মেঁ,
রোজ হৈ এক চাক-এ-তাজা সীনায়ে সদ চাকমেঁ।

উন্‌কো অন্‌জম্ মত্ সমঝনা মেরে তীর-এ-আহ্‌সে,
হো গিয়ে রোজন্ হৈঁ একসর সীনায়ে অফ্‌লাক মে।

অশ্ক-এ-খূন মিজগাঁ সে হৈঁ ইস তরহ সে লিপ্টা হোএ,
লগ্‌রহী জিস তরহ্ হো আতশ্ খস ও খাসা মেঁ।
পরদা-এ-মীনাসে তু জল্‌দী নিকল, অয় দখত-এ-রজ,
দেখ্ তু বৈঠেহৈঁ কব্‌সে মস্ত তেরী তাক মেঁ।
উসকে রুখসার-এ-মুস্‌সফাকী জো দেখে আব ও তাব,
মিল গয়ী বস আইনাকী আবরু সব খাক্‌মেঁ।
ইশ্‌ককে দরিয়া মেঁ তৈরে কৌন আশ্‌ককে সিওআ,
অয় "জফর" এতনী কহাঁ তাকৃত কিসী তৈরাক মেঁ।

-:*:-

অনুবাদ

আমার দুঃখিত হৃদয়ে প্রত্যহ এক নূতন দুঃখ উপস্থিত হয় ;
শত খণ্ডে ছেদিত বক্ষ প্রত্যহ নূতন খণ্ডে কর্ত্তিত হয়।
উহাকে গ্রহ নক্ষত্র বুঝিওনা, আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাণে—
আকাশ-বক্ষ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।
রুধির অশ্রুবিন্দু পক্ষ্মে এরূপ জড়িত হইয়াছে,
ঘাস ও আবর্জ্জনায় যেন আগুন লাগিয়া রহিয়াছে।
ভাণ্ডের অন্তরাল হইতে দ্রাক্ষাদুহিতা* তুই শীঘ্র চলিয়া আয়,
দেখ্ কখন হইতে উন্মত্ত ব্যক্তি তোর অপেক্ষায় রহিয়াছে।

* পারস্য কবিতায় মদিরাকে দ্রাক্ষাদুহিতা বলিয়া অভিহিত করা হয়।

তার পরিষ্কার কপোলের উজ্জ্বলতা যদি দেখে,
মুকুরের সম্মান ধূলাতে পরিণত হয়।

প্রেমিক ব্যতীত প্রণয়-সাগরে কে সন্তরণ করে,
রে "জফর" হেন শক্তি কোন্ সন্তরণকারির আছে

——:*:——

غزل

همارے زردیِ رخسار ہے بہـــارِ بسنت
همارے رنگ سے ہے رنگِ اعتبار بسنت *

کہاں ہے ساغرِ یاقوتِ زرد میں مئی سرخ
بہـــارِ گل ہے هم آغوش هم کنارِ بسنت *

خبر بسنت کی بھی کچھ تجھے ہے اے ساقی
پیالہ بھر کہ ہے پھر آمد بہارِ بسنت *

کیا بسنت کے ملنے کا وعدہ جو اس نے
تمـام سـال رہا همکو انـتظارِ بسنت *

ہوا جو وہ گل رنگیں ادا بسنتی پوش
تو اور باغِ جہان میں بڑھا وقارِ بسنت *

جو دیکھے ترے عرقِ چین زعفـرانی کو
عرق عرق ہی رہے روے شرمسار بسنت *

سمجھہ نہ صحنِ چمن میں اسے گل نرگس
جھکی هوئی ہے ظفر چشم پر خمارِ بسنت *

-:o:-

গজল

হমারী জরদী, রুখসার হৈ বহার-এ-বসন্ত,
হমারে রঙ্গসে হৈ রঙ্গ-এ-ইতবার বসন্ত।
কহাঁ হৈ সাগর-এ-য়াকুত-এ-জরদী মেঁ মৈ-এ-সুর্খ,
বহার-এ-গুল্ হৈ হমাগোশ হম্‌কিনার-এ-বসন্ত।
খবর বসন্ত কী ভী কুছ তুঝে হৈ অয় সাকী
পিয়ালা ভর কি হৈ ফির আমদ বহার-এ-বসন্ত।
কিয়া বসন্তকে মিলনেকা ওয়াদা জো উসনে,
তমাম সাল রহা হমকো ইন্তজার-এ-বসন্ত।
হোআ জো ওহ গুল রঙ্গীন অদা বসন্তী পোশ্
তো ঔর বাগ-এ-জহান মেঁ বঢ়া ভিকার-এ-বসন্ত।
জো দেখ্‌তা তেরে অর্ক-এ-চীন জাফ্রানী কো
অর্ক অর্কহী রহে রূ-এ-শর্ম্মসার বসন্ত।
সমঝ ন সহন-এ-চমন্ মেঁ উসে গুল-এ-নর্গিস্
ঝুকী হোই হৈ "জফর" চশম পর খুমার-এ-বসন্ত।

-:*:-

অনুবাদ

বসন্তের সৌন্দর্য্য আমার পীতবর্ণের কপোলে রহিয়াছে।
আমার বর্ণই বসন্তবর্ণের খ্যাতি জ্ঞাপন করিতেছে।
লোহিত মদিরা-পূর্ণ পীতাভ মণি-পাত্র কোথায় ?
বসন্ত-প্রসূন মধু ঋতুর সহিত চুম্বনালিঙ্গন করিতেছে

রে সাকী—বসন্তের সংবাদও কিছু রাখিস্ কি ?
পান-পাত্র পূর্ণকর্ আবার যে বসন্ত আসিয়াছে।
সে যে মধুমাসে মিলনের জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিল,
এ আশায় আমি সারাটী বৎসর বসন্তের অপেক্ষায় রহিয়াছি
ঐ অরুণবর্ণা সুন্দরী যখন বাসন্তী বেশ ধারণ করিয়াছে,
তখন বিশ্বকাননে বসন্তের সম্মান আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।
তোর কুঙ্কুমবর্ণ বদনের ঘর্ম্ম দেখিলে—
লজ্জায় বসন্তের মুখ ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া যায়।
মালঞ্চ প্রাঙ্গনের উহাকে "নর্গিস"* পুষ্প বুঝিও না।
রে "জফর" বসন্তের উন্মাদনা চক্ষুতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে

-:*:-

غزل

ساقیا مستِ ازل کو نهیں درکار شراب -
وہ نشا اور هي هے کیا هے یه مردار شراب *

زیرِ محراب در ابرو وہ هیں آنکھیں بد مست :
آئے مسجد میں هیں کیوں پي کے یه میخوار شراب *

هم پي لیں خونِ جگر کیونکه نه تنهائي میں -
تو پئے هوکے جو هم صحبتِ اغیار شراب *

فاقه مستي کے مزے پوچھے کوئي مفلس سے -
پی نے اس لطف سے هیں کاهیکو زهردار شراب *

* পুষ্প বিশেষ। পারস্য দেশীয় কবিগণ ইহার সহিত চক্ষুর উপমা প্রদান করিয়া থাকেন

مے کشي کا ہے یہي بزمِ صحبت میں مزا -
دلِ عاشق ہو کباب اور لبِ یار شراب *

دیں عرق کھینچ کے کتنے ھي نہ صحت ہوا ہے -
پي کے جب تک نہ تري چشم کا بیمار شراب *

گرے ھاتھوں سے میرے جامِ بلائے ٹوٹا -
پرگرے پانوں سے گر کر نہ گنہگار شراب *

چشم مست کے کرشمہ سے عجب کیا کہ پیئے -
زاھدِ گوشہ نشیں بھي سرِ بازار شراب *

بات دل کی نہ کہي اس بتِ عیار نے ایک -
اے ظفر ھم نے پلائي اُسے سو بار شراب *

-:*:-

গজল

সাকীআ মস্ত-এ-অজল্ কো নহীঁ দরকার শরাব,
ওহ নশা ঔরহী হৈ ক্যাহৈ য়হ্ মুরদার শরাব।
জের-এ-মিহরাব-এ-দো অব্রু ওহ হৈঁ আঁখেঁ বদমস্ত,
আয়ে মসজিদ মেঁ হৈঁ ক্যোঁ পীকে য়হ মৈখোআর শরাব
হম্ পীয়েঁ খূন-এ-জিগর ক্যোঁকি ন তনহায়ী মেঁ
তু পীয়ে হো কে জো হমসহবত-এ-অগীয়ার শরাব।
ফাকা মস্তীকে মজে পূছে কোয়ী মুফ্লিস্ সে,
পীতে ইস লুতফ্ সে হৈঁ কাহেকো জহরদার শরাব।

মৈকশীকা হৈ য়েহী বজম-এ-মুহব্বত মে মজা,
দিল-এ-উশ্‌শাক হো কবাব ঔর লব-এ-য়ার শরাব।
দেঁ অর্ক খীঁচকে কিত্‌নেহী ন সিহত হোআ হৈ,
পীতে জব তক ন তেরী চশম্‌ কা বীমার শরাব।
গিরকে হাথোঁসে মেরে জাম-এ-বলায়ে টুটা,
পর গিরে পাঁওঁসে গির কর না গুনহ্‌গার শরাব।
চশম্‌ মস্তকে কিরিশমা সে অজব কিয়া কি পীয়ে,
জাহিদ-এ-গোশানশান ভী সর-এ-বাজার শরাব।
বাত দিলকী ন কহী উস বুত-এ-অয়ার নে এক
অয় "জফর" হমনে পিলায়ী উসে সোবার শরাব।

-:*:-

অনুবাদ

রে সাকী অনন্ত উন্মত্তের নিকট মদিরার প্রয়োজন নাই;
ঐ উন্মাদনা অন্যরূপ, এই অপবিত্র সুরা তার কাছে কি।
দুটী বাঁকা ভুরুর নীচে মদিরাতে বিভোর আঁখি দুটী—
ঐ মদ্যপ কেন সুরাপান করিয়া মস্‌জিদে আসিয়াছে।
আমি হৃদয়ের রুধির-পান করিয়াছি, কেননা আমি একা,
তুই যে অন্যের সহিত একত্রে মদিরা পান করিয়াছিস।
উপবাসের উন্মাদনার রস কোন দরিদ্রকে জিজ্ঞাস কর,
বিষাক্ত মদিরাকে এত সুখে পান করে কেন।

প্রণয়-সম্মিলনে সুরাপানের প্রকৃত রস এই—
প্রেমিকগণের হৃৎপিণ্ড যেন দগ্ধ মাংস আর বঁধুর অধর যেন সুরা হয়।

কতই অরিষ্ট চুয়াইয়া দিয়াছে কিন্তু আরোগ্য হইল না
যে পর্য্যন্ত রোগী তোর নয়ন মদিরা পান না করে।

আমার হাত হইতে পড়িয়া ঐ আপদ সুরাপাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,
কিন্তু পাপী সুরা পা হইতে পড়িয়া যায় না।

উন্মত্ত নয়নের যাদুতে এমন আশ্চর্য্য আছে যে,
নির্জ্জনবাসী সন্ন্যাসীও সর্ব্বসমক্ষে সুরাপান করে।

ঐ চতুরা সুন্দরী একটীও মনের কথা বলে নাই,
রে "জফর" আমি তারে শত বার সুরাপান করাইয়াছি।

-:*:-

مخمس

ستم کرتا ہے بے مہری سے کیا کیا آسمان پیہم -
دل اس کے ہاتھہ سے پُر درد ہے اور چشم ہے پُر نم -
کرونگا پر نہ شکوہ گرچہ ہوں گے لاکھہ غم پر غم -
کہے جاونگا میں ہردم یہی جب تک ہے دم میں دم -
خدا دارم چہ غم دارم خدا دارم چہ غم دارم *

فلک کے هاتهه سے کیا کیا میرا دل رنج سهتا هے -
که اک اشکوں کا دریا چشم سے دن رات بهتا هے -
نهیں فرصت ذرا غم سے اسي میں غرق رهتا هے -
مگر تائیدِ حق پر جب نظر کرتا هے کهتا هے -

خدا دارم چه غم دارم خدا دارم چه غم دارم *

غم و اندوه سے حالت هوئي هے اِس قدر میري -
که هوتا هے غم هي غمگین اب صورت دیکهکر میري -
اگرچه بارِ غم سے اب شکسته هے کمر میري -
نهیں پر دل شکسته میں خدا پر هے نظر میري -

خدا دارم چه غم دارم خدا دارم چه غم دارم *

میرا دل رنج و غم سے هے بهت جس وقت گهبراتا -
تو یه احوال هوتا هے کلیجه منه کو هے آتا -
نهیں هرگز سمجهتا کوئي گر هے لاکهه سمجهاتا -
مگر جب میں یه کهتا هوں تو بارے هے ٹهر جاتا -

خدا دارم چه غم دارم خدا دارم چه غم دارم *

بلا سے گر نهیں کوئي رفیق و آشنا میرا -
خدا پر دهیاں هے میرا نگهباں هے خدا میرا -
خدا آسان کرے گا گو هے مشکل مدعا میرا -
خدا حامی هے میرا اور خدا مشکل کشا میرا -

خدا دارم چه غم دارم خدا دارم چه غم دارم *

نہیں غمخوار کوئي کون کر سکتا ہے غمخواري -
توقع جن سے ياري کي تھي وہ کرتے ہین عياري -
خدا سے اپنے ميس رکھتا اُميدِ مددگاري -
زبان ہے جب تلک منه مين زباں سے ہے يہي جاري -
خدا دارم چه غم دارم خدا دارم چه غم دارم *

کوئي مغرور اپنے زور پر ہے کوئي دولت پر -
کوئي نازان شکوه و شان پر ہے کوئي حشمت پر -
ظفر تکيه کيا ميں نے فقط اُس کي عنايت پر -
اسي سے ميں يہي کہتا ہوں راضي اپني قسمت پر -
خدا دارم چه غم دارم خدا دارم چه غم دارم *

-:*:-

মুখম্মস্

সিতম্ করতাহৈ বেমেহ্রীসে ক্যা ক্যা আসমান পৈহম্,
দিল ইসকে হাথসে পুর র্দদহৈ ঔর চশমহৈ পুর নম্।
করোঁগা পর ন শিকোয়াহ্ গরচে হোঁগে লাখ গম পর গম,
কহে জাওঁগা মৈঁ হরদম্ য়েহী জব্‌ত্‌ক হৈ দমমেঁ দম।
খুদা দারম্ চে গম্ দারম্, খুদা দারম্ চে গম্ দারম্।
ফলক্‌কে হাথসে ক্যা ক্যা মেরা দিল রঞ্জ সহতা হৈ,
কি এক অশ্‌কোঁকা দরীয়া চশ্‌মসে দিন রাত বহতা হৈ।
নহীঁ ফুরসত্ জরা গম্‌সে ইসীমেঁ গর্‌ক্ রহতা হৈ

মগর তায়েদ্-এ-হক্ পর জব নজর করতা হৈ কহতা হৈ।

খুদা দারম্ চে গম্ দারম্, খুদা দারম্ চে গম্ দারম্

গম্ ও অন্দোহ্ সে হালত্ হোয়ী হৈ ইস্ কদর মেরী,
কি হোতা গম্হী গমগীন অব্ সূরত দেখ্ কর মেরী।
অগরচে বার-এ-গম্‌সে অব্ শিকস্তা হৈ কমর মেরী,
নহীঁ পর দিল শিকস্তা মৈঁ খুদা পর হৈ নজর মেরী।

খুদা দারম্ চে গম্ দারম্, খুদা দারম্ চে গম্ দারম্।

মেরা দিল রঞ্জ ও গমসে হৈ বহুত জিস ওক্ত ঘবরাতা,
তো য়হ অহোআল্ হোতা হৈ কলীজা মুঁকো হৈ আতা।
নহীঁ হর্‌গিজ্ সমঝতা কোই গরহৈ লাখ সমঝাতা,
মগর্ জব মৈঁ য়হ কহতাহুঁ তো বারে হৈ ঠহর জাতা।

খুদা দারম্ চে গম্ দারম্, খুদা দারম্ চে গম্ দারম্।

বলাসে গার নহীঁ কোই রফীক্ ও আশ্‌না মেরা,
খুদা পর ধ্যান হৈ মেরা নিগহ্‌বান্ হৈ খুদা মেরা।
খুদা আসান করেগা গো হৈ মুসকিল মদহু'আ মেরা,
খুদা হামী হৈ মেরা ঔর খুদা মুশকিলকশা মেরা

খুদা দারম্ চে গম্ দারম্, খুদা দারম্ চে গম্ দারম্।

নহীঁ গম খোয়ার কোয়ী কৌন্ করসক্‌তা হৈ গম্‌খোয়রী,
তৌঅক্কা জিনসে য়ারী কী থী ওহ্ করতে হৈঁ অয়ারী।
খুদাসে অপনে মৈঁ রখ্‌তা উমেদ-এ মদদ্ গারী,
জবানহৈ জব তলক্ মুঁ মেঁ জবানসে হৈ য়েহী জারী।

খুদা দারম্ চে গম্ দারম্, খুদা দারম্ চে গম্ দারম্।

কোয়ী মগরূর অপনে জোর পরহৈ কোয়ী দৌলত পর,
কোয়ী নাজান শিকোহ্ ও শান পরহৈ কোই হশমত পর।
"জফর" তকিয়া কীয়া হমনে ফকত উসীকী ইনায়েত পর,
ইসীসে মৈঁ এহী কহতাহুঁ রাজী অপনী কিসমত্ পর।
খুদা দারম্ চে গম দারম্ খুদা দারম্ চে গম দারম্।

-:*:-

অনুবাদ

নির্দ্দয় রূপে অদৃষ্ট আমাকে ক্রমান্বয়ে অশেষ যাতনা দিতেছে;
তাহার দ্বারা হৃদয় অতি ব্যথিত ও চক্ষু জলে আর্দ্র হইয়াছে।
লক্ষ বেদনার উপর আরও যদি বেদনা হয়—দুঃখ প্রকাশ করিব না;
যতদিন পর্য্যন্ত শ্বাস থাকে সর্ব্বদা আমি এই বলিয়া যাইব,
ভগবান্‌কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব।
অদৃষ্টের হাত হইতে আমার হৃদয় কত যে দুঃখ সহিতেছে;
চক্ষু হইতে দিবানিশি নদীরূপী অশ্রুধারা বহিতেছে।
ক্ষণকালেও দুঃখ হইতে অবকাশ পাইতেছিনা তাহাতেই ডুবিয়া আছি;
কিন্তু ভগবানের সাহায্যের উপর যখন দৃষ্টি করি—এই বলি,
ভগবান্‌কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব।
দুঃখে ও ক্লেশে আমার হেনরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে;
আমার আকৃতি দেখিয়া দুঃখই দুঃখিত হয়।
যদিও দুঃখ-ভারে আমার কটিদেশ বক্র হইয়াছে
কিন্তু দুর্ব্বল হৃদয় হই নাই—ভগবানের প্রতি আমার লক্ষ্য রহিয়াছে,
ভগবান্‌কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব।

আমার হৃদয় যখন দুঃখে তাপে অত্যন্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে
তখন এই অবস্থা ঘটে যেন হৃৎপিণ্ড মুখে আসিয়া পড়ে।
লক্ষবার বুঝাইলেও কিছুতেই বুঝিতে চাহে না,
কি প্রবোধ মানিয়া যায় যখনই আমি কহি—
ভগবান্‌কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব।

আপদে যদিও আমার বন্ধু বান্ধব কেহই নাই
ভগবানে আমার ধ্যান রহিয়াছে, তিনিই আমার রক্ষাকারী।
যদিও আমার কষ্ট রহিয়াছে ভগবান্ শাস্তি প্রদান করিবেন ;
ভগবান্ আমার সহায় আছেন আর তিনি আমার ক্লেশের ত্রাণকর্ত্তা।
ভগবান্‌কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব।

ব্যথার ব্যথী কেহই নাই, কে সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারে ;
বন্ধুতার জন্য যাহার উপর নির্ভর করিয়াছিলাম সেই শঠতা করিতেছে।
ভগবানের উপরই আমি সাহায্যের ভরসা রাখি—
যতদিন পর্য্যন্ত মুখে জিভ থাকিবে জিভ ইহাই বলিয়া যাইবে,
ভগবান্‌কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব।

কেহ নিজ শক্তির জন্য, কেহ ধনরত্নের জন্য অহঙ্কৃত ;
কেহ জাঁকজমকের জন্য, কেহবা আত্ম সম্মানের জন্য গর্ব্বিত।
"জফর" আমি নির্ভর করিয়াছি কেবল তাঁহারই করুণার উপর ;
তাহাতেই বলি—আমি নিজ অদৃষ্টের উপর সন্তুষ্ট আছি।
ভগবান্‌কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব।

مستزاد

میں هوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں — که هے غم میري غذا -
تو هے معشوق تجھے غم سے سروکار نہیں — کھائے غم تیري بلا *

دل و دیں تیرے حوالے کئے کرتے هي طلب — اور جو کچھه کہا سب -
پھر جو بیزار هے تو مجھه سے بتا اسکا سبب — میري تقصیر هے کیا *

بھیجے خط سیکڑوں لکھکر تمھیں هشیاري سے — بڑي دشواري سے -
تم نے بھیجا نه جواب ایک بھي عیاري سے — یه بھي قسمت کا لکھا *

طلبِ بوسه پر کیوں اتنا برا مان تے هو — همیں پہچان تے هو -
دیکھو هم هیں جاں باز جن هے جان تے هو — کرتے هیں جان فدا *

هے حیاتِ ابدي گر هو شهادت حاصل — تیرے هاتھوں قاتل -
تیرے آبِ دم شمشیر کو تیرا بسمل — سمجھے هے آبِ بقا *

کیا کہوں میں تیرے انداز و ادا کا عالم — هے ستم هاے ستم -
دیکھکر هوش رهیں کیا نکل جاے گا دم — اے بتِ هوش ربا *

نه تو تقریر سے هو اور نه تحریر سے هو — اور نه تدبیر سے هو -
هم تو کہتے هیں ظفر جو هو تقدیر سے هو — هے یهي بات بجا *

———:*:———

মুস্তজাদ্

মৈঁ হুঁ আশক মুঝে গম্ খানে সে ইন্‌কার নহীঁ
কি হৈ গম্ মেরী গিজা।
তূ হৈ ম'শূক্ তুঝে গমসে সরোকার নহীঁ
খায়ে গম তেরী বলা।
দিল ও দীন তেরে হোআলে কিয়ে করতেহী তলব
ওর জো কুছ কহা সব,
ফির জো বেজার হৈ তূ মুঝসে বতা ইসকা সবব্
মেরী তক্‌সীর হৈ ক্যা।
ভেজে খত সৈকড়োঁ লিখ কর তুমহেঁ হোশীয়ারী সে
বড়ী দশোআরী সে,
তুমনে ভেজা ন জোআব একভী অয়ারী সে
য়হভী কিস্‌মত্‌কা লিখা।
তলব-এ-বুসা পর কোঁ ইত্‌না বুরা মান্‌তে হো
হমেঁ পহচান্‌তে হো,
দেখো হম হৈঁ ওহী জান্‌বাজ্ জিন্‌হে জানতে হো
কর্‌তে হৈঁ জান্ ফিদা।
হৈ হৈআতে-এ-অব্‌দী গর হো শহাদত্ হাসিল
তেরে হাথোঁ কাতিল,
তেরে আব-এ-দম শম্‌সের কো তেরা বিস্‌মিল
সমঝা হৈ আব-এ-বকা।

ক্যা কহুঁ মৈঁ তেরে অন্দাজ, ও অদা কা আলম

হৈ সিতম হায় সিতম,

দেখ কর হোশ রহেঁ ক্যা নিকল জায়েগা দম

অয় বুত-এ-হোশরুবা।

ন তক্রীর সে হো ঔর ন তহরীর সে হো

ঔর ন তদ্বীর সে হো,

হম তো কহতে হৈঁ "জফর" জো হো তক্দীর সে হো

হৈ এহী বাত বজা।

অনুবাদ

প্রেমপিপাসী আমি দুঃখ ভক্ষণ করিতে আমার আপত্তি নাই

দুঃখই আমার খাদ্য।

তুই প্রেমপাত্রী দুঃখের সহিত তোর সম্পর্ক নাই

তোর দুঃখের বালাই নেই।

হৃদয় ও ধর্ম্ম চাওয়া মাত্র তোরে সমর্পণ করিয়াছি

আর যাহা কিছু বলিয়াছ

সেই সব,

তবুও তুই আমার প্রতি ক্ষুণ্ণ রহিয়াছিস ইহার কারণ বল

আমার কি অপরাধ হইয়াছে।

শত শত লিপি সাবধানে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছি
অতি কষ্টের সহিত,
তুমি চতুরতা পূর্ব্বক একটীও উত্তর প্রেরণ কর নাই
এইরূপ অদৃষ্টের লিখা।
চুম্বন-প্রার্থী হওয়াতে কেন এত মন্দ ভাবিতেছ
আমাকেত চিন,
দেখ আমি সেই জীবন উৎসর্গকারী সাহসী যাহাকে জান
প্রাণ বলি দেই।
অমরত্ব লাভ করিব যদি প্রাণ বিসর্জ্জন করি
রে ঘাতক তোর হাতে,
তোর তীক্ষ্ণ ধার তরবারিকে তোর নিহত প্রাণী
অবিনশ্বর অমৃত ভাবিয়াছে।
তোর ঠাট ঠমকের বিষয় আমি কি বলিব
কি উৎপীড়ন, হায় উৎপীড়ন
দেখিয়া কি জ্ঞান রহে প্রাণ নির্গত হইয়া যায়
রে চৈতন্যহারিণি।
বাক্যালাপের দ্বারাও হয়না লেখা পড়ার দ্বারাও হয় না
আর যত্ন চেষ্টায়ও হয় না,
আমি ত বলি "জফর" যাহা হয় তাহা অদৃষ্ট বলেই হয়
এই কথাই প্রকৃত।

-:*:-

غزل

دیکھکر اس مہ کو وقتِ بے حجابی آفتاب -
هو گیا منه پر بجائے آفتابی آفتاب *

تیرے مے نوشي کے خاطر ساغرِ سیمیں هوا -
اور گزک کے واسطے زریں رکابي آفتاب *

خانۂ آئینه میں هے اس رخِ روشن کا عکس -
جلوہ گر هے یا میانِ برجِ اسد آفتاب *

اپني چشمِ مستِ گردش اگر دکھلائے تو
رقصِ مستانه کرے مثلِ شرابی آفتاب *

شام کا وعدہ کیا هے اس مۂِ بے مہر نے -
یا الهي آج چھپ جاے شتابي آفتاب *

وہ هلالِ ابرو اگر چمکاے تیغِ مغربي -
نکلے مشرق سے لئے وهاں آفتابي آفتاب *

صبح هوتے هي سدھارے هے وہ میرے گھر سے ماہ -
روز کرتا هے یهي خانه خرابي آفتاب *

رشک سے هے اے ظفر رنگ شفق میں غرق خون -
دیکھکر پوشاک اس مه کي گلابي آفتاب *

গজল

দেখ কর উস মা কো ওক্ত-এ-বেহিজাবী আফ্‌তাব্‌,
হো গিয়া মুঁহ্‌ পর বজায়ে, আফতাবী আফতাব।
তেরী মৈনোসীকে খাতির সাগর-এ-সীমীন্‌ হো আহ্‌,
ঔর গজক্‌কে ওআস্তে জরীঁ রিকাবী হো আফ্‌তাব্‌।
খানা-এ-আইনা মেঁহৈ উস্‌ রুখ-এ-রৌশন কা অকস,
জলুআগর হৈ য়া মিয়ান-এ-বুর্জ-এ-অসদ্‌ আফতাব।
অপনী চশ্‌ম-এ-মস্ত-এ-গর্দিশ্‌ অগর দেখালায়ে তূ,
রক্‌স-এ-মস্তানা করে মসল্‌-এ-শরাবী আফতাব্‌।
শাম কা ওআদা কিয়া হৈ উস মাহ্‌-এ-বে মেহের নে,
য়া ইলাহী আজ ছিপ জাএ শিতাবী আফতাব।
ওহ্‌ হলাল-এ-অব্রূ অগর চম্‌কাএঁ তেগ-এ-মগ্রিবী
নিক্লে মশ্‌রিক সে লিয়ে আফতাবী আফতাব।
সুবহ্‌ হোতেহী সিধারে হৈ ওহ্‌ মেরে ঘরসে মাহ্‌,
রোজ করতা হৈ এহী খানা খরাবী আফতাব।
রিশ্‌ক সে হৈ অয় "জফর" রঙ্গ-এ-শফক্‌ মেঁ গর্ক খূন,
দেখ কর পোশাক উস্‌ মাহকে গুলাবী আফতাব।

-:*:-

অনুবাদ

ঐ চন্দ্রমাকে অনাবৃত থাকার কালে রবি দেখিতে পাইয়া,
স্বাভাবিক বর্ণের পরিবর্ত্তে রবির মুখ অরুণ হইয়া গিয়াছে।
আহা—তোর সুরাপানের জন্য রৌপ্য নির্ম্মিত পান-পাত্র হউক,
আর চাটনি রাখিবার জন্য সোনার রিকাবী ভানু হউক।
অন্তরস্থ মুকুরে ঐ প্রদীপ্ত বদনের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত রহিয়াছে,
অথবা সিংহ রাশিতে দিবাকর সুপ্রকাশিত রহিয়াছে।
মদিরাতে বিভোর ঘূর্ণিত নিজ নয়ন তুই যদি দেখাস,
সুরাপায়ীর ন্যায় উন্মত্ত হইয়া ভানু নৃত্য করিতে থাকে।
ঐ নির্দ্দয় চন্দ্র সায়ংকালে দেখা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিল
হে ভগবান্! আজ যেন দিবাকর শীঘ্র লুকায়িত হয়।
ঐ ভ্রূধনু তরবার স্বরূপ যদি পশ্চিম দিকে চমকাও
অরুণ রঞ্জিত হইয়া ভানু পূর্ব্ব গগনে উদিত হয়।
যামিনী গত হওয়া মাত্রই ঐ চন্দ্রমা আমার ভবন হইতে চলিয়া যায়,
এইরূপে প্রত্যহ রবি আমার বাসগৃহের অনিষ্ট করিতেছে।
ঐ চন্দ্রমার অরুণ বর্ণ বেশ দেখিতে পাইয়া
রে "জফর" ঈর্ষায় রবি রুধির রঞ্জিত সন্ধ্যায় ডুবিয়া যায়।

———:*:———

مثلث

بتاؤں میں کسکو کیا کہاں ہوں اور کہاں کا ہوں *

اپنے دیس کو چھانڈ کے ہم نکلے پردیس -
جیسے ریت اُس دیس کي ویسا کینا بھیس -

نہ میں اُس باغ میں محو تماشا باغباں کا ہوں *

تجھہ بن رین اندھیري میں جو مارے آہ کے تارے -
سارے تارے دھوئیں کے مارے ہوگئے کارے کارے -

ھمیشہ رنگ نیلا دیکھتا میں آسماں کا ہوں *

نہ میں مانگ نے میں موتي نہ میں ھیرا اپنا -
نہ میں چاندي نہ میں سونا جیسا بنایا بنا -

بلاسے سگ ھوں میں لیکن اُس کے آستاں کا ہوں -

پیم نگر کي گھٹي ھے گھاتي گوں اُدھر کو جاوے -
میري ڈگر پر جو کوئي آوے وہ ھي راستہ پاوے -

کہ پیچھے کاروان کے نقش پا میں کارواں کا ھوں *

کوئي اپنے مال ملک پر کروفر نت مغروري -
میرے من میں مال ھشیاري سدا پوري -

ظفر میں دوجہاں میں خاک یا فخر جہاں کا ہوں *

———:*:———

মুসদ্দস্

বতাউঁ মৈঁ কিসকো ক্যা, কহঁা হূঁ ঔর কহঁাকা হুঁ।

অপনে দেসকো ছাঁড়কে হম নিক্‌লে পরদেস,

জৈসে রীত উস দেশকী দেখী ওইসা কীনা ভেস।

কি মৈঁ ইস বাগমেঁ মহো-এ-তমাশা বাগবানকা হূঁ।

তুঝবিন রৈন অঁধেরীমেঁ জো মারে আহ্‌কে তারে,

সারে তারে ধোয়েঁকে মারে হো গয়ে কারে কারে।

হমেসা রঙ্গ নীলা দেখতা মৈঁ আসামানকা হূঁ।

ন মৈঁ মাঙ্গনে মেঁ মোতী নমৈঁ হীরা অপনা,

ন মৈঁ চাঁদী ন মৈ সোনা জৈসা বনায়া বনা।

বলাসে সগ্‌ হূঁ মৈঁ লেকিন উসকে আস্তানকা হূঁ।

পেম নগরকী ম্টী হৈ ঘাটী কৌন উধরকো জাওএ,

মেরী ডগর পর জো কোয়ী আওএ ওহহী রাস্তা পাওএ

কি পিছে কারোআন্‌কে নক্‌স-এ-পা মৈঁ কারোআনকা হূঁ।

কোয়ী অপনে মাল মুলুক্‌ পর করোফর নিত মগ্‌রূরী

মেরে মনমে মাল-এ-হুশয়ারী সন্নাপূরী।

“জফর” মৈঁ জহান মেঁ খাক-এ-পা ফখর-এ-জহানকা হূঁ।

———:o:———

অনুবাদ

আমি কাহাকে কি বলিব কোথায় আছি আর কোথাকার।

নিজ দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে চলিয়াছি,

ঐ দেশে যে প্রকার রীতি দেখিয়াছি সেইরূপ বেশধারণ করিয়াছি।

আমি এই কাননে কাননাধিকারীর নষ্টশীল রঙ্গ হই।

তুই বিনে আঁধার রজনীতে আমি যে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়াছি

নক্ষত্র সমুদয় ধূমেতে কাল কাল হইয়া গিয়াছে।

আমি সর্ব্বদা সুনীল গগন দেখিতে পাই।

আমি মুক্তার আকাঙ্ক্ষী নহি হীরকের আকাঙ্ক্ষী নহি,

স্বর্ণ রৌপ্যও চাই না যেরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছ সেই রূপ কর।

আপদে আমি কুকুর হইয়াছি কিন্তু তাহার আস্তানার।

প্রেম নগরের পথ ভগ্ন কে সে দিকে যায়,

যে আমার পন্থাবলম্বী হয় সেই সরল পথ প্রাপ্ত হয়।

যাত্রীদিগের পদচিহ্ন স্বরূপ আমি তাহাদের পশ্চাতে থাকি।

কেহ নিজ সম্পত্তি ও দেশের জাঁকজমকে গর্ব্বিত,

আমার অন্তর সাবধানতার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ।

"জফর" আমি স্বর্গ ও মর্ত্তে ধরার গর্ব্বের পদধূলি।

———:o:———

ব্রজ ভাষায় রচিত গজল

पेम अगिनि नित मोहे जराओवे याका भेद कहूं का से

पी हो पास तो जी हो ठन्ढा अपनी बिपता कहूँ वआ से ।

रतिया गुजारूं रोवत रोवत दिन को गुजारूँ आहाँ खींच

मेरे मनको मोसोँ न पुछ पुछ मेरे बिपता से ।

याही बिरहा दुरजन होवे याही बिरहा सरजन होवे

ना छोटे या बिरहा मोसोँ ना छोटोँ मैँ बिरह से ।

नेन खुले कुछ औरही देखूँ मोँदो तो कूछ औरही और

कौव वाको साँच न जाने देखी बात कहूँ जासे ।

मनके अन्दर पीया कलन्दर तेरे "जफर" आ बसा

काम पड़ो जब वासे तुहारो काम रहा क्या दुनोया से ।

-:*:-

ব্রজভাষা ও খড়ীবোল নামে দুই প্রকার হিন্দীভাষা প্রচলিত আছে হিন্দী গদ্য রচনায় এবং বাক্যালাপে ব্যবহৃত হয়—ব্রজভাষায় কেবল কবিত থাকে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে খড়ীবোল হিন্দীতেও যে কবিতা রচিত না হ ইহা বিরল।

অনুবাদ

প্রেমানল নিত্য আমাকে দহন করিতেছে ইহার ভেদ কাহাকে বলিব,
প্রিয়তম নিকটে থাকিলে প্রাণ শীতল হইত তাহাকে দুঃখ জানাইতাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশা যাপন করিব দিন যাপন করিব
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া
আমার মনের অবস্থা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না
আমার বিপত্তিকে জিজ্ঞাসা কর।
বিরহই দুর্জ্জন হইয়াছে বিরহই সজ্জন হইয়াছে,
বিরহ আমাকে পরিত্যাগ করে না বিরহ হইতে আমি মুক্ত হইব না।
নয়ন মেলিলে এক রূপ দেখি, মুদিলে অন্যরূপ দেখি,
কাহাকেও সত্য জানিলাম না দেখিলাম না যার সঙ্গে কথা বলিব।
[illegible] "জফর" তোর অন্তরে সেই প্রিয়তম আসিয়া বাস করিয়াছে,
তার সঙ্গেই যখন তোর কাজ পড়িয়াছে জগতের সহিত
আর কি কাজ আছে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত